দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ॥

১। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে] নৃপ! তদা ইন্দ্রঃ আত্মনঃ পূজাং বিহতাং (নিরাকৃতাং) বিজ্ঞায় কৃষ্ণনাথেভ্যঃ (কৃষ্ণ এব রক্ষকো তেভ্যঃ) নন্দাদিভ্যঃ গোপেভ্যঃ চুকোপ (ক্রুদ্ধো বভুব)।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিজের যজ্ঞ ভঙ্গ হয়েছে জেনে দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণরক্ষিত নন্দাদি গোপগণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন।

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ বিজ্ঞায় সাক্ষাদনুভূয়, বিহতাং দ্রব্যাণামপ্যন্যত্র ব্যয়াৎ। কৃষ্ণনাথেভ্যঃ, তত্রাপি গোপেভ্যস্তাদৃশব্রজবাসিভ্যস্তত্রাপি শ্রীনন্দাদিভ্য ইতি কোপেন দুর্ম্মদ-মত্ততা দুর্ব্বুদ্ধিতা চ সূচিতা। হ স্ফুটমেব, তদনুরূপব্যবহারাৎ। স ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ পরমদুর্ব্বুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ জী॰১॥

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ বিজ্ঞায়—(ইন্দ্র) সাক্ষাৎ অনুভব করে, **বিহতাং**—(নিজ পূজা) নষ্ট, তাঁর পূজার উপকরণ অন্যত্র ব্যয় হেতু নষ্ট। ক্রুদ্ধ হলেন—কৃষ্ণপরায়ণ জনদের উপর, তার মধ্যেও বিশেষ করে গোপেদের উপর, তাদৃশ ব্রজবাসিদের উপর, তার মধ্যেও বিশেষ করে নন্দাদির উপর, এইরূপে ক্রোধে দুর্মদ মত্ততা ও দুর্বুদ্ধিতা সূচিত হল। **হ**—ক্রোধটা স্পষ্টই হল—সেই অনুরূপ ব্যবহার হেতু। 'হ' স্থানে 'স' পাঠও আছে। এই 'স'-এর ধ্বনি পরম দুর্বুদ্ধি (ইন্দ্র)॥ জী॰ ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পঞ্চবিংশে সকোপোক্তাবিন্দ্রে নাশায় বর্ষতি। ব্রজস্য রক্ষামকরোদুদ্ধৃত্যা চলমচ্যুতঃ। কৃষ্ণনাথেভ্যোঽপি চুকোপেতি ইন্দ্রস্য মৌঢ্যং তৎকোপস্য চ বৈফল্যং প্রথমত এব দর্শিতম্॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ইন্দ্রের সকোপ উক্তি। ব্রজজনদের নাশের জন্য প্রবল বর্ষণ। গোবর্ধন বা-হাতে ধারণ করত কৃষ্ণের দ্বারা ব্রজের রক্ষা। কৃষ্ণ যাঁদের নাথ অর্থাৎ রক্ষক, সেই ব্রজজনদের উপর ক্রোধ—এই বাক্যে প্রথমেই ইন্দ্রের মূঢ়তা এবং তার ক্রোধের বিফলতা দেখান হল॥

২। গণং সাম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যত॥
৩। অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্॥

২। অন্বয়ঃ ঈশমানী (অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্বান্ধঃ) ইন্দ্রঃ ক্রুদ্ধঃ [সন্] সাম্বর্ত্তকং নাম অন্তকারিণাম্ মেঘানাং গণং প্রাচোদয়ৎ (নিয়োজয়ামাস) উত (অপি চ) বাক্যং চ আহ।

৩। অন্বয়ঃ অহো (আশ্চর্য্যং) কাননৌকসাং (বনবাসিনাং) গোপানাং শ্রীমদমাহাত্ম্যং (ধনগর্ব্বমহিমা) [যতঃ] মর্ত্ত্যং (মানুষং) কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য (আশ্রিত্য) যে (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ) দেবহেলনং (দেবস্যাপি অবহেলাং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)।

২। মূলানুবাদঃ আমিই ঈশ্বর, এরূপ গর্বিত ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে প্রলয়কারী মেঘচয় ও আবহ-প্রবাহাদি বায়ুগণকে গোকুল ধংসের জন্য নিযুক্ত করে বলতে লাগলেন।

৩। মূলানুবাদঃ বনবাসী গোপগণের অহো কি অদ্ভুত ধনগর্ব মাহাত্ম্য! তারা সামান্য মানুষ কৃষ্ণকে আশ্রয় করত দেবতাকে অবজ্ঞা করছে।

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অন্তঃ প্রলয়স্তৎকারিণাম্, অতএব সম্বর্ত্তকং নাম, অপ্যর্থে চ-শব্দঃ; যদ্বা, চকারাদাবহপ্রবহাদিবাতগণঞ্চ। প্রকর্ষেণ গর্ব্বোক্ত্যা তেষামুৎসাহবর্দ্ধনাদিনা প্রেরয়ামাস। উত অপ্যর্থে, স চ গর্হারূপঃ, দেবেন্দ্রস্যাপি অযোগ্যে প্রবৃত্তেঃ॥ জী০ ২ জী০॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অন্তকারিণাম্—প্রলয়ঙ্কারী, অতএব সম্বর্তক নামক (মেঘের গণকে) **চ**—অপি অর্থে। অথবা, 'চ'কারে সপ্তবায়ুগত আবহ-প্রবাহ বায়ুকেও বুঝাচ্ছে। **প্রাচোদয়ৎ**—প্রেরণ করলেন, 'প্র' প্রকর্ষে অর্থাৎ গর্বোক্তি দ্বারা তাদের উৎসাহ বর্ধনাদি দ্বারা পাঠালেন। **উত**—[খেদে বা বিস্ময়ে—শ্রীসনাতন] অপি অর্থে, তাও নিন্দা বাচক রূপে—দেবতাগণের রাজা হয়েও অযোগ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হেতু। জী০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কোপং বিবৃণোতি,—গণমিতি। সংবর্ত্তঃ প্রলয়স্তৎকর্ত্তারং মেঘানাং গণং চকারাদাবহপ্রবহাদিসাংবর্ত্তকবাতগণঞ্চ প্রাচোদয়ৎ প্রেষয়ামাস। ঈশমানী অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্॥ বি১॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইন্দ্রের কোপ বিবৃত করা হচ্ছে, **গণং ইতি**-'সংবর্ত'শব্দে প্রলয়, প্রলয়কারী মেঘবর্গ। **চ**—'চ'কার হেতু সপ্তবায়ুর আবহ-প্রবাহাদি প্রলয়কারী বায়ু সমূহ **প্রাচোদয়ৎ**—প্রেরণ করলেন। **ঈশমানী**—আমিই ঈশ্বর, এরূপ গর্ববান্॥ বি০ ২॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অহো আশ্চর্য্যম্; কাননৌকসামিতি—নিকৃষ্টত্বমজ্ঞত্বঞ্চাভিপ্রেতম্। পত্যুপপতি-শব্দবদাশ্রয়ো নাম-কুল-ধর্ম্মাদিপ্রাপ্তঃ, উপাশ্রয়স্ততো বিচ্যুত্য কৃতঃ, তদেবমুক্তমুপা-

৪। যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥

৪। **অন্বয়ঃ** আন্বীক্ষিকীং (আত্মানুস্মৃতিরূপাং) বিদ্যাং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) নামনৌনিভৈঃ (নাম-মাত্রেণৈব যা নাব ইতি ব্যবহ্রিয়ন্তে তৎসদৃশৈঃ) অদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভিঃ যথা ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি (তর্ত্তু-মিচ্ছন্তি) [তথৈব]।

৪। **মূলানুবাদঃ** যেমন অজ্ঞজন ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ বিদ্যা ত্যাগ করত অসমর্থ, কেবল কর্মপ্রচুর নামমাত্রেই পারের নৌকাতুল্য যজ্ঞ দ্বারা ভবসাগর পার হতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ এই অজ্ঞ গোপগণ সামান্য মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়ে দেবতা আমার অপ্রীতিকর কার্য করছে।

শ্রিত্যেতি দেবত্বেনাত্মনো মর্ত্ত্যাত্মাহাত্ম্যসিদ্ধেঃ। দেবেত্যুক্তং, ন চ মমেতি। তথা অমরত্যাগেন মর্ত্ত্যাশ্রয়ণ-স্যাযোগ্যতাবোধনার্থঞ্চেতি মযি তাবদ্দেববুদ্ধিমপি ন চক্রুঃ; অস্তুতরাং দেবদেববুদ্ধিরিতি ভাবঃ। অত্র চ বনবাসিত্বেন গোপত্বেন চ পরমসাত্ত্বিকত্বাদিকং তেষাং, কৃষ্ণং পরব্রহ্মাপিমনুষ্যরূপমিতি, তস্য চ ভক্তবাৎসল্যম্; অতস্তদর্থং তস্য দেবহেলনং যুক্তমেবেতি সরস্বতী-ব্যঞ্জিতস্তত্ত্বার্থঃ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অহো**—আশ্চর্য। **কাননৌকসাম্**—বনবাসী (গোপেদের) এই পদের অভিপ্রায় হল, গোপেদের নিকৃষ্টতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করা। **মর্ত্ত্যম্ উপাশ্রিত্য**—মর্ত জীবকে আশ্রয় পূর্বক, 'পতি' শব্দে স্ত্রীলোকের যেমন নাম কুল-ধর্মাদির আশ্রয় প্রাপ্তি, আর উপপতি শব্দে তার থেকে পতন বুঝা যায় তেমনই এখানে 'উপাশ্রয়' পদে ইন্দ্র বুঝালেন এরা আশ্রিত ছিল কিন্তু এখন পতিত হয়েছে—এর কারণ ইন্দ্রের অভিমান তিনি দেবতা বলে এই মর্তজীব থেকে তার মাহাত্ম্য স্বতঃ সিদ্ধ;তাই তিনি'দেব হেলন'বললেন,'আমার হেলন'বললেন না, তথা এই দেবতা পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য অমর দেবতাকে ত্যাগ করে মরণ ধর্মাশ্রয়ী জীবকে আশ্রয় করা যে যুক্তিযুক্ত নয়, তাই বুঝান; এরা আমাতে কোনও সামান্য দেবতা বুদ্ধিই করছে না—দেবরাজ বুদ্ধি তো দূরের কথা। এখানে সরস্বতী দেবীর প্রকাশিত তত্ত্বার্থ এইরূপ—গোপগণ বনবাসী ও গোপজাতি বলে পরম সাত্ত্বিকাদি গুণ ভূষিত। **কৃষ্ণং**—কৃষ্ণ পরব্রহ্ম হলেও মনুষ্যরূপ বিশিষ্ট, আরও তিনি ভক্তবাৎসল্য গুণবিশিষ্ট—অতএব ভক্ত গোপেদের জন্য তার দেবতা অবজ্ঞা যুক্তিযুক্তই বটে॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** শ্রীশ্চ মদো হর্ষশ্চ মাহাত্ম্যঞ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। মর্ত্ত্যং মর্ত্তেভ্যো হিতং দেবস্য মম দুষ্টস্য হেলনমিতি সরস্বত্যর্থো বাস্তবঃ॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** (ইন্দ্রের উক্তি) অহো গোপগণের কি আশ্চর্য **শ্রীমদ মাহাত্ম্যং** ধন-আনন্দ-মাহাত্ম্য। **মর্ত্ত্যং**—জগতের জীবের 'হেলা' কল্যাণ সাধনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণকে আশ্রয় করত, আর **দেবস্য**—দুষ্ট দেবতা আমাকে 'হেলা' অবহেলা করছে—এইরূপ সরস্বতী কৃত আসল অর্থ॥

৫। বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥

৪। **অন্বয়ঃ** বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (মূর্খং) স্তব্ধং (অনম্রম্) অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং মর্ত্ত্যং (মানুষং) কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য গোপাঃ মে (মম) অপ্রিয়ং চক্রুঃ।

৫। **মূলানুবাদঃ** বাচাল, শিশুর ন্যায় নির্বোধ, অবিনীত, অজ্ঞ হয়েও পণ্ডিত-অভিমানী মানুষ-কৃষ্ণকে আশ্রয় করে গোপগণ দেবতা আমার অপ্রীতিকর কার্য করছে।

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অদৃঢ়ৈঃ ক্ষয়িষ্ণু ফলকৈঃ, যতঃ কর্ম্মময়ৈর্যথা তিতীর্ষন্তি মূঢ়াঃ, তথা শ্রীকৃষ্ণমুপাশ্রিত্য মমাপ্রিয়ং গোপশ্চক্রুরিত্যবিচারেণাযোগ্যাচরণমাত্রে দৃষ্টান্তঃ ; যদ্বা, তথা মাং হিত্বা কৃষ্ণাশ্রয়েণ গোপা ভয়দুঃখাদিকং তিতীর্ষন্তীতি ইন্দ্রস্য ক্রোধাবেশেনাসমাপ্তং বাক্যং জ্ঞেয়ম্। তত্ত্বার্থশ্চায়ম্—যথা বৈষ্ণবাঃ কর্ম্মভিঃ সহাম্বীক্ষিকীং হিত্বা কেবলকৃষ্ণাশ্রয়েণ ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তীতি॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অদৃঢ়ৈঃ** - ক্ষয়িষ্ণু ফলদায়ক, যেহেতু কর্মময়। যথা মূঢ়জন কর্মাশ্রয়ে ভবসাগর পার হতে ইচ্ছা করে, তথা আমার অপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গোপগণ পার হতে ইচ্ছা করে, এখানে অবিচারে অযোগ্য আচরণ মাত্রে দৃষ্টান্ত। অথবা, তথা আমাকে ত্যাগ করে কৃষ্ণের আশ্রয়ে গোপগণ ভয়দুঃখাদি পার হতে ইচ্ছা করছে। এই শ্লোকে 'যথার পর 'তথা' নেই, ইহা ক্রোধাবেশে ইন্দ্রের অসমাপ্ত বাক্য, এরূপ বুঝতে হবে। এখানে তত্ত্বার্থ এরূপ যথা—বৈষ্ণবগণ কর্মযোগ সহ ব্রহ্মানুসন্ধান-পর জ্ঞানমার্গ ছেড়ে দিয়ে কেবল কৃষ্ণাশ্রয়ে ভবসাগর পার হতে চায় তথা গোপগণ ইত্যাদি॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অদৃঢ়ৈঃ অসমর্থৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ কেবলকর্ম্মপ্রচুরৈরতএব নাম্নৈব নৌতুল্যৈর্নতু বস্তুতঃ। আম্বীক্ষিকীমাত্মানুসন্ধানরূপাম্। বস্তুতশ্চ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভিঃ সহ আম্বীক্ষিকীং হিত্বা অবজ্ঞয়া ত্যক্ত্বা কৃষ্ণমাশ্রিত্যৈব বৈষ্ণবা যথা ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তীতি কৃষ্ণাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবার্ণবস্য গোবৎসপদত্বে জাতে তত্তরণার্থপ্রযত্নানৌচিত্যাৎ। তেষাং তিতীর্ষামাত্রমিতি॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অদৃঢ়ৈঃ** - অসমর্থ **কর্ম্মময়ৈ**—কেবল কর্ম প্রচুর, অতএব নাম মাত্রেই পারের নৌকাতুল্য, বাস্তবে নয়, **আন্বিক্ষীকীং**—ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা বিদ্যা **হিত্বা**—অবজ্ঞায় ত্যাগ করে কৃষ্ণকে আশ্রয় করেই বৈষ্ণবগণ যেমন ভবসাগর পার ইচ্ছা করে, (সেইরূপ গোপগণ ইত্যাদি)—কৃষ্ণকে আশ্রয় মাত্রেই ভবসাগর গোবৎসপদস্বরূপ হয়ে যাওয়াতে উহা পারের জন্য কোনও প্রচেষ্টা উচিত না হওয়া হেতু। তাদের পারের ইচ্ছাটা হলেই হল॥ বি০ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বাচালমিত্যাদিকং সতর্ক-কর্কশ-কর্ম্মবাদাবতরণাদ্যভিপ্রায়েণ গোপা ইতি নিকৃষ্টত্বং, মে ত্রিলোকীশ্বরস্যেতি—দুর্ম্মদভরেণ সূচিতম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র স্তুতিপক্ষে —বাচাল-

মিতি বাচা হেতুনা অলং সমর্থ ইত্যেবার্থঃ, মত্বর্থীয়ণিচ্-প্রত্যয়স্য নিন্দায়ামেবাভিধানাৎ শিশুবদিতি। 'বালিশঃ শাবকে মূর্খে' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ব্রহ্মবিদাং মাননীয়মিতি—তৎকর্তৃকো মানো বিদ্যতে যত্রেতি ॥ জী০ ৫ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বাচালম্ ইত্যাদি—ঐ যে বাচাল প্রভৃতি বাক্যে নিন্দাবাদ করলেন ইন্দ্র, তা কৃষ্ণের দ্বারা নানা যুক্তি তর্কের সহিত কর্কশ কর্মবাদ অবতারণাদি আশয়ে। **গোপা**—ইন্দ্র গর্বভরে হীন দৃষ্টিতে বললেন 'গোপা', আরে জাতে গোয়ালা হয়ে **মে**—ত্রিলোকের ঈশ্বর আমার অপ্রিয় কার্য করল। [শ্রীধর **বাচালং**—যে অনর্থক কথা বলে। **বালিশং**—শিশু। **পণ্ডিতমানিনং**—পণ্ডিত না হয়েও যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। অতএব **স্তব্ধম্**—অবিনীত। ইন্দ্র নিন্দাতে বাক্যগুলি প্রয়োগ করলেন দেবী সরস্বতী উহাকেই কৃষ্ণের স্তুতিপর ব্যাখ্যা করছেন, **বাচালং**—শাস্ত্র যোনি। **বালিশং**—শিশুবৎ নিরভিমানী। **স্তব্ধং**—অন্য বন্দনযোগ্য জনের অভাব হেতু যে অন্যের মতে আসে না। **অজ্ঞং** [অ+জ্ঞো] যার অজানা কিছু নেই অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। **পণ্ডিতমানিনং**—ব্রহ্মবিদ্‌গণের বহু মাননীয়। **কৃষ্ণং**—সদানন্দরূপ পরব্রহ্ম। **মর্ত্যম্**—তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্যভাবে প্রতীয়মান]। **বাচালম্**—[বাচা+অলং] বাক্যের প্রয়োগে 'অলং' সমর্থ [বাক্যজাল বিস্তারে গোপেদের গোবর্ধন পূজা করাতে সমর্থ, এই আশয়ে]। 'বালিশঃ' শব্দে নিন্দা বুঝা যায় বলে শ্রীধর-টীকায় 'শিশুবৎ' শব্দ আনা হয়েছে—[বালিশ, শিশু, মূর্খ-বিশ্বপ্রকাশ]। শ্রীধর-টীকা ঃ 'ব্রহ্মবিদাং মাননীয়ং' ব্রহ্মজ্ঞানিগণ যাকে সম্মান করেন ॥ জী০৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বাচালং মীমাংসাসাংখ্যাদ্যভিমতবিরুদ্ধবহুভাষিণম্। বালিশং মূর্খং অনধীত তত্তচ্ছাস্ত্রত্বাদিতি ভাবঃ। স্তব্ধং স্বপিতুরগ্রেপ্যতিধার্ষ্ট্যাদ্দুর্বিনীতম্। অজ্ঞং নিত্যগোচারণাৎ কিমপ্যজানন্তং অথ চ পণ্ডিতম্মন্যং মর্ত্যং মনুষ্যমাশ্রিত্য মে দেবস্যাপ্রিয়ং চক্রুঃ, বস্তুর্থশ্চ বাচয়া সরস্বত্যা অলঙ্কৃতো বালিশো মূর্খোঽপি যস্মাত্তম্। বাচা শব্দষ্টাবন্তোঽয়ম্। স্তব্ধং বন্দ্যস্যান্যস্যাভাবদনম্রম্। নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং পণ্ডিতকর্তৃকো মান আদরো বর্ত্ততে যস্য তম্ ॥ বি০ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বাচালং—মীমাংসাসাংখ্যের অভিমত নয়, এরূপ বিরুদ্ধ কথা অযথা বহু বলিয়ে কইয়ে। **বালিশং**—মূর্খ, এই সকল শাস্ত্র না-পড়া হেতু, এরূপ ভাব। **স্তব্ধং**—নিজ পিতার সম্মুখেও অতি ধার্ষ্টামী হেতু অবিনীত। **অজ্ঞং**—নিত্য গরুর রাখালী করা হেতু কোনও কিছু জানে না, অথচ নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে **মর্ত্যং**—মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করে দেবতা আমার অপ্রীতিজনক কার্য করছে। বাস্তব অর্থ—যাঁর কৃপায় **বালিশঃ**—মূর্খও **বাচাল**—'বাচয়া' (বাচা, সরস্বতী—অমর) সরস্বতী দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, সেই কৃষ্ণ। **স্তব্ধ**—অন্য বন্দন যোগ্য জন না থাকা হেতু যে অন্যের মতে আসে না। **অজ্ঞং**—[অ+জ্ঞং] যার অজানা কিছু নেই অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। **পণ্ডিত মানিনং**—পণ্ডিত গণ যাকে আদর করেন, সেই কৃষ্ণ ॥ বি০ ৫ ॥

৬। এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনধ্মাপিতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সঙ্ক্ষয়ম্॥

৬। অন্বয়ঃ এষাং শ্রিয়া (সম্পদা) অবলিপ্তানাং (মত্তানাং) কৃষ্ণেন ধ্মাপিতাত্মনাং (বৃংহিত দেহানাম্) শ্রীমদস্তম্ভং (ধনগর্ব্বং) ধুনুত (অপনয়ত) পশূন্ সংক্ষয়ং নয়ত (মারয়ত)।

৬। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণের দ্বারা উদ্দীপ্ত মনা, ধনগর্বে মত্ত ওঁদের ধনগর্ব দূর কর, ওঁদের পশু-সকলকে বিনাশ কর।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং দুর্বৃত্ত্যতিশয়ার্থং তেষাং দোষং তেনাত্মনস্তেষু রোষ-ভরং চ বোধয়িত্বাঽধুনা অকৃত্যমাদিশতি—এষামিতি। কৃষ্ণেন হেতুনা শ্রিয়া পশুবর্গলক্ষণ-লক্ষ্ম্যা মত্তানা-মিত্যনন্তরং বৃংহিতদেহানাঞ্চেতি বাহ্যং সুখং দর্শিতম্। তত্র চ কৃষ্ণেনেতি তৎকৃতগোপালনাদিনা ক্ষীরাদ্যুপ-ভোগসম্পত্তেরিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র ধমনং নাম সতেজস্কীকরণং, তচ্চ বৃংহণতাৎপর্য্যকং, ণিচ্-প্রয়োগস্তু তেষাং কর্তৃত্বং, কৃষ্ণস্য হেতুকর্তৃত্বমিত্যপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, স্বতঃ শ্রিয়া সগর্ব্বাণাং বিশেষতঃ কৃষ্ণেন সতেজস্কীকৃত-চিত্তানামিত্যর্থঃ। ভক্তিলক্ষ্ম্যা সমৃদ্ধানাং, তথা তয়ৈবোজ্জ্বলিতচিত্তানামিতি তু তত্ত্বার্থঃ। কথং ধুনবাম ইত্যপেক্ষায়ামাহ—পশূন্ সম্যক্ ক্ষয়ং নয়ত, পশূনামেব শ্রীমদহেতুত্বাৎ। তত্ত্বার্থে সম্যঙ্ নিবাসঃ স্বাস্থ্যমিত্যর্থঃ॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে ঔদ্ধত্য-অতিশয়ের জন্য গোপেদের যে দোষ, সেজন্য তাঁদের উপর ইন্দ্রের যে অতিশয় ক্রোধ জন্মাল, তা প্রকাশ করত মেঘদের নিন্দিত কার্য করনের আদেশ দিচ্ছেন—এষাম্ ইতি। কৃষ্ণের কারণে এই গোপেরা **শ্রিয়া**—পশুবর্গরূপ সম্পত্তি লাভ করেছে—এই ধন মদে তারা মত্ত হয়েছে—এই মত্তদের অতঃপর **ধ্মাপিতাত্মনাম্**—শরীরের তেল বৃদ্ধি হয়েছে—এই কথায় বাহ্যসুখ দেখান হল, এখানেও 'কৃষ্ণেন' কৃষ্ণ কারণে, তাঁর গোপালনাদি দ্বারা ক্ষীরাদি উপভোগ সম্পত্তি লাভ হেতু, এরূপ ভাব। [শ্রীধর, **অবলিপ্তানাম এষাং**—মত্ত গোপেদের। **আধ্মায়িতাত্মনাং**—বর্ধিত দেহ (গোপেদের) **ধুনুত**—দূর কর। **শ্রীমদস্তম্ভ**—ধন মদের গর্ব]। শ্রীধর টীকার 'আধ্মায়িত' পদে সতেজস্কর বেণুবাদনকে বুঝানো হয়েছে—ইহা দ্বারা গোপেদের শরীরের বলবীর্য বর্ধিত। কৃষ্ণই এই বলবৃদ্ধির মূলকারণ—অথবা স্বতঃই ধনমদে গর্বিত; বিশেষতঃ কৃষ্ণের দ্বারা সতেজস্কীকৃত চিত্ত (গোপেদের), এরূপ অর্থ। ভক্তি সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ, তথা এর দ্বারাই উজ্জ্বলিত চিত্ত গোপেদের, এই রূপই কিন্তু তত্ত্বার্থ। এদের গর্ব কি করে দূর করব? এর উত্তরে—পশুদের 'সঙ্ক্ষয়ম্' [সম্+ক্ষয়। ক্ষি=ক্ষয়] সম্যক্ ভাবে ক্ষয় করে দেও—কারণ এদের গোধনেরই গর্ব। তত্ত্বার্থে—'সঙ্ক্ষয়ম্' [সম্+ক্ষয়। ক্ষি=নিবাস স্বাস্থ্য] সম্যক্ ভাবে সন্তোষ দান কর॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অবলিপ্তানাং মত্তানাং যতঃ কৃষ্ণেন ধ্মাপিতঃ সতেজস্কীকৃত আত্মা মনো যেষাং, বস্তুর্থশ্চ শ্রিয়া চন্দনচর্চ্চয়েব অবলিপ্তানাং লিপ্তাঙ্গানাং শ্রীমান্ যঃ খল্বস্তম্ভঃ জাড্যাভাবস্তং ধুনুত দূরী-

৭। অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥

৭। অন্বয়ঃ অহঞ্চ মহাবেগৈঃ মরুদ্গণৈঃ নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া (নন্দব্রজবিনাশায়) ঐরাবতং নাগং (হস্তিনং) আরুহ্য ব্রজম্ অনুব্রজে (গমিষ্যামি)।

৭। মূলানুবাদঃ আমিও ঐরাবতে চড়ে মহাবেগ উনপঞ্চাশ বায়ুগণের সহিত এই আসছি, নন্দ-গোষ্ঠ ধ্বংস করার জন্য।

কুরুত। তেন তথা বর্ষথ যথা তেষাং শীতজনিতস্তম্ভঔষ্ণ্যনিবর্ত্তকো ভবেদিত্যর্থঃ। তথা পশূন্ ধুনুত শীতেন কম্পয়ত। ততশ্চ কৃষ্ণেন গোবর্দ্ধনে উদ্ধৃতে সতি সংক্ষয়ং সম্যক্ নিবাসং তত্তলং নয়ত। অতিসুখদগোবর্দ্ধন-তলনিবাসং প্রতিনয়নে যূয়মেব কারণী ভবতেত্যর্থঃ ॥ বি॰ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অবলিপ্তানাং—মত্ত, **এষাং**—গোপগণের, যেহেতু **ধ্বাপিত**—কৃষ্ণের দ্বারা উদ্দীপ্ত, **আত্মা**—মন (গোপগণের)। বাস্তব অর্থ **শ্রিয়া অবলিপ্তানাং**—চন্দন লেপন দ্বারা লিপ্তাঙ্গ গোপগণের। **শ্রীমদস্তম্ভ**—শোভমান্ যে [খলু+অস্তম্ভ] জাড্য-অভাব তা **ধুনুত**—দূর কর, সুতরাং এমন বর্ষণ কর যাতে শীতজনিত স্তম্ভের দ্বারা উহাদের গরম গরম ভাব চলে যায়, এরূপ অর্থ। তথা পশুদের শীতে কাপিয়ে দেও। অতঃপর কৃষ্ণের গোবর্ধন উঠিয়ে ধরা হলে **সঙ্ক্ষয়ম্**—তার তলে সুন্দরভাবে বাসস্থান প্রাপ্তি করিয়ে দেও, অতিসুখদ গোবর্ধন-তলনিবাস প্রাপ্তি করানে তোমরাই কারণ হও, এরূপ অর্থ ॥ বি॰ ৬ ॥

৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ ঐরাবতমারুহ্যেতি যুষ্মাকং জলাভাবে সতি সোঽয়ং সাহায্যং করিষ্যতীতি ভাবঃ। মরুদ্গণৈরেকোনপঞ্চাশদ্বায়ুভিঃ সহ। নন্দগোষ্ঠেতি—তত্রৈব বর্ষণীয়ং, ন তু মধুপুর্য্যা-মিতি চ সহ কংসেনাপি মৈত্রীচিকীর্ষয়াপি সূচিতং, জিঘাংসয়া জিগমিষয়া ইতি তাত্ত্বিকোঽর্থঃ ॥ জী॰ ৭ ॥

৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণ টীকানুবাদঃ ঐরাবতং আরুহ্য—ঐরাবত নামক হস্তী চড়ে—তোমাদের জলাভাবে এ সাহয্য করবে, এরূপ ভাব। **মরুদ্গণৈঃ**—উনপঞ্চাশ বায়ুগণের সহিত। **নন্দ-গোষ্ঠ**—নন্দব্রজ, এই স্থানই বর্ষণ যোগ্য—মধুপুরি নয়। **অহঞ্চ**—আমি ও কংস, এখানে 'চ' পদে কংস—কংসের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা ধ্বনিত হচ্ছে। **জিঘাংসয়া**—ধ্বংস করার জন্য—তাত্ত্বিক পক্ষে অর্থ—'জিগমিষয়া' নন্দ গোষ্ঠ গমনের ইচ্ছায় ব্রজে যাও ॥ জী॰ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিভ্যতস্তান্ প্রত্যাহ,—অহঞ্চ অনুব্রজামি জিঘাংসয়া জিগমিষয়েতি বস্তুর্থঃ ॥ বি॰ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ভীত মেঘেদের প্রতি বললেন আমিও তোমাদের পিছু পিছু আসছি। **জিঘাংসয়া**—বিনাশ করার ইচ্ছায়—বাস্তব অর্থ তো, 'জিগিমিষয়া' নন্দ গোষ্ঠ দর্শনে গমনের ইচ্ছায় এই আসছি ॥ বি॰ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

৮। ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা॥
৯। বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জ্জলশর্করাঃ॥

৮। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—মঘবতা (ইন্দ্রেন) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আজ্ঞপ্তাঃ (আদিষ্টাঃ) মেঘাঃ নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ ওজসা (মহতা বিক্রমেণ) আসারৈঃ (ধারা সম্পাতৈঃ) নন্দগোকুলং পীড়য়ামাসুঃ।

৯। অন্বয়ঃ বিদ্যুদ্ভিঃ বিদ্যোতমানাঃ (বিশেষেণ দ্যোতমানাঃ) স্তনয়িত্নুভিঃ (অশনিভিঃ) স্তনন্তঃ (গর্জ্জন্তঃ) তীব্রৈঃ মরুদ্গণৈঃ (বায়ুভিঃ) নুন্নাঃ (চালিতাঃ) মেঘাঃ] জলশর্করাঃ (জলানি শর্করাশ্চ তদীয়াঃ করকাঃ) ববৃষুঃ।

৮। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—এইরূপে ইন্দ্রের আদেশ পেয়ে মেঘপুঞ্জ বন্ধন মুক্ত হল। নন্দ গোকুলের উপর উৎপীড়ন সুরু করল, প্রবল বর্ষণের দ্বারা।

৯। মূলানুবাদঃ মহাবেগবান্ আবহ-প্রবাহ বায়ু দ্বারা মেঘসকল এদিক-ওদিক চলতে লাগল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, ভীষণ ভাবে বজ্রপাত হতে লাগল, মেঘ ঘন ঘন ডাকতে লাগল, প্রবল শিলা-বর্ষণ হতে লাগল।

৮-৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ওজসা বলেন। পীড়নপ্রকারমাহ—বিদ্যোতমানা ইতি দ্বাভ্যাম্; বিশেষেণ দ্যোতমানা ইত্যাদিনা বিদ্যুদাদীনামতিবাহুল্যং ভীষণত্বঞ্চ সূচিতম্। স্তনয়িত্নুভির্গর্জদ্ভিরংশবিশেষৈঃ তীব্রৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণাপ্যন্বয়ঃ। জলানি শর্করাশ্চ তদীয়াঃ করকাঃ॥ জ০ী ৮-৯॥

৮-৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ওজসা - বলে। পীড়নের পদ্ধতি বলা হচ্ছে—বিদ্যোতমানা ইতি দুটি শ্লোকে। 'বি' বিশেষভাবে দ্যোতমানা ইত্যাদি কথায় বিদ্যুৎ প্রমুখের অতি বাহুল্য ও ভীষণতা সূচিত হল। **স্তনয়িত্নুভিঃ**—কোনও কোনও অংশ বিশেষে গর্জনশীল। **তীব্রৈঃ**—মহাবেগে, এই পদ পরের পদের সহিতও অন্বয় হবে, যথা—মহাবেগে জলধারা ও তদীয় শীলা বর্ষণ হতে লাগল॥

৮-৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নির্ম্মুক্তবন্ধনা ইতি যে খল্বেকার্ণবীকরণপটবঃ প্রলয়কাল এব নির্ম্মুচ্যন্তে। তেঽপি মেঘা কোপেন লুপ্তবিবেকত্বাদপরিণামদর্শিনেন্দ্রেণ মোচিতাঃ॥ স্তনয়িত্নুভিরশনিভিস্তনন্তঃ গর্জ্জন্তঃ। মরুদ্গণৈঃ সহ আবহপ্রবহাদ্যৈঃ নুন্নাশ্চালিতা জলশর্করা জলোপলান্ ববৃষুঃ॥ বি ৮-৯।

৮-৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ মেঘাঃ—যে মেঘ নিখিল বিশ্ব জুরে একসমুদ্র সৃজন করনে পটু, প্রলয় কালকেই যেন বন্ধন মুক্ত করে এনে উপস্থিত করে, সেই মেঘসমূহকে ক্রোধে লুপ্ত, বিবেক হওয়া হেতু অপরিণামদর্শী ইন্দ্র মুক্ত করে দিল। **স্তনয়িত্নুভিঃ**—বজ্র দ্বারা গর্জনশীল। **মরুদ্গণৈঃ**—আবহ-প্রবহাদি বায়ু সমূহের দ্বারা **নুন্নাঃ**— প্রেরিতা **জলশর্করা**—বৃষ্টি শীলা॥ বি০ ৮-৯॥

১০। স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্॥
১১। অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥

১০। **অন্বয়ঃ** অভ্রেষু (মেঘেষু) অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) স্থূণাঃ স্থূলাঃ (গৃহ স্তম্ভাঃ তদ্বৎস্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ মুঞ্চৎসু জলৌঘৈঃ (মেঘবৃষ্টজলসমূহৈঃ) প্লাব্যমানা ভূঃ নতোন্নতং (নিম্নম্ উন্নতং) ন অদৃশ্যত।

১১। **অন্বয়ঃ** অত্যাসারাতিবাতেন (অত্যন্তং ধারাসম্পাতৈঃ প্রবলবায়ুনা চ) জাতবেপনাঃ (কম্পান্বিতাঃ) পশবঃ শীতার্ত্তাঃ গোপাঃ গোপ্যশ্চ গোবিন্দং শরণং যযুঃ।

১০। **মূলানুবাদঃ** ঘনঘটা অঝোরে স্তম্ভবৎ স্থূল ধারায় বর্ষণ করতে লাগল। ধরাতল জলরাশিতে প্লাবিত হয়ে গেল। কোন্ স্থান উচু আর কোন স্থান নীচু, এ আর বুঝা গেল না।

১১। **মূলানুবাদঃ** প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে পশুসকল, গোপগণ ও গোপীগণ শীতে ক্লিষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হলেন।

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স্থূণা গৃহস্তম্ভাস্তদ্বৎ স্থূলাঃ প্লাব্যমানা ভূরভূৎ; যদ্বা, প্লাব্যমানা সতী ভূর্নাদৃশ্যত, অতো নতোন্নতঞ্চ স্থলং নাদৃশ্যতেত্যর্থঃ॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্থূণাস্থূলা**—গৃহস্তম্ভবৎ স্থূল। ধরাতল জলরাশীতে প্লাবিত হয়ে গেল। ভূমির উচু-নীচু বুঝা গেল না। অথবা, প্লাবিত হয়ে গেলে মাটি দেখা গেল না কোথাও, অতএব নীচু কি উচু কিছুই দৃশ্য হল না॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** "স্থূণাস্তম্ভেঽপি বেশ্মনি" ইত্যমরঃ। স্থূণাবৎ স্থূলা অভ্রেষু বর্ষৎসু প্লাব্যমানা ভূরভূৎ। ততশ্চ নতোন্নতং স্থলং নাদৃশ্যতে॥ বি০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** [স্থূণা, স্তম্ভ, বেশ্মন—অমর] **স্থূণাস্থূলা**—স্তম্ভের মতো স্থূল। **অভ্রেষু ইত্যাদি**—মেঘ সকল বর্ষণ করলে ধরাতল প্লাবিত হয়ে গেল। অতঃপর কোনস্থল উচু, কোনস্থল নীচু কিছু দেখা গেল না॥ বি০ ১০॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** জাতবেপনা ইতি, শীতার্ত্তা ইতি, চ পশ্বাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিশেষণম্। তত্র পশূনাং বহিঃস্থত্বেনাদৌ নির্দ্দেশঃ; বহিঃস্থপ্রায়ত্বেন তৎপশ্চাদ্গোপানাম্, অন্তঃস্থপ্রায়ত্বেন গোপীনামিতি বিবেচনীয়মিত্যাদিকঞ্চ সর্ব্বং শ্রীভগবতো ব্রজজনপ্রেমবর্দ্ধন-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ-ক্রীড়েচ্ছয়ৈব শক্রাদীনাং শ্রীমদস্য পরমানর্থহেতুতা-প্রদর্শনেচ্ছয়া চ, অন্যথা ভগবৎপ্রিয়াণাং তেষাং তত্তদসম্ভবাৎ॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** 'জাতবেপনা' কম্পিত ও শীতার্ত এই দুটি পদই পশু আদি সকলেরই বিশেষণ। এর মধ্যে পশু আদি ঘরের বাইরে ছিল বলে প্রথমে নির্দেশ। গোপেদের

১২। শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ॥

১৩। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥

১২। অন্বয়ঃ আসার পীড়িতাঃ (ধারাসম্পাতেন পীড়িতাঃ) বেপমানাঃ (কম্পিতাঃ) [গোপা গোপ্যশ্চ] শিরঃ সুতা শ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্য (প্রয়াসেনাচ্ছাদ্য) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদমূলং উপাযযুঃ (কৃষ্ণস্য অত্যন্তনিকটং প্রাপ্তাঃ)।

১৩। অন্বয়ঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ মহাভাগ প্রভো ভক্তবৎসল নঃ (অস্মান্ প্রতি) কুপিতাৎ দেবাৎ (ইন্দ্রাৎ) ত্বন্নাথং (তবৈব প্রতিপাল্যং) গোকুলং ত্রাতুং (রক্ষিতুং) অর্হসি।

১২। মূলানুবাদঃ পশুগণ ঝড়জলে পীড়িত হয়ে আপন আপন দেহদ্বারা মস্তক ও বৎসগণকে সযত্নে আচ্ছাদন করত শীতে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে উপস্থিত হল।

১৩। মূলানুবাদঃ গোপ-গোপীগণ বলতে লাগলেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে প্রভো! হে ভক্তবৎসল! তুমিই গোকুলের রক্ষক, ক্রোধান্বিত ইন্দ্র থেকে আমাদের রক্ষা কর।

প্রায় কেউ কেউ বাইরে ছিল বলে পশুদের পরে নির্দেশ বলে আর গোপীরা প্রায়ই ঘরের মধ্যে ছিল সকলের পরেনির্দেশ। এই যে ব্রজজনের দুঃখ প্রাপ্তি ইত্যাদি, এ সব কিছু ব্রজজনের প্রেম বর্ধন-কারক গোবর্ধন ধারণ রূপ ক্রীড়ার ইচ্ছাতেই এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্যগর্ব যে পরম অনর্থের কারণ, তা দেখানোর ইচ্ছাতেই সংঘটিত; অন্যথা ভগবৎপ্রিয় তাঁদের সেই সেই দুঃখ প্রাপ্তি হতে পারে না॥ জী॰ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ প্রচ্ছাদ্য প্রয়াসেন ছাদয়িত্বা। নন্থ কথন্তে তাদৃশজ্ঞানা জাতাঃ? তত্রাহ—ভগবতঃ অলৌকিকগুণত্বাত্তেষামপি তাদৃশপ্রভাব-দয়াদিগুণবত্তয়া স্ফুরত ইত্যর্থঃ। অতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ, অত্যন্তনিকটং প্রাপ্তাঃ॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রচ্ছাদ্য—'প্র'—অতি যত্নে আচ্ছাদিত করে। আচ্ছা কি করে এত জ্ঞান জন্মাল তাদের? এর উত্তরে, ভগবানের অলৌকিক গুণ থাকা হেতু তাদেরও চিত্তেও তাদৃশ প্রভাব দয়াদি গুণরূপে স্ফুরিত হল, এরূপ অর্থ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের অতি নিকটে গিয়ে দাঁড়াল॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শিরাংসিচ সুতা বৎসাশ্চ তান্ কায়েনৈবাচ্ছাদ্য॥ বি॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিজের মস্তক ও বৎসগণকে দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত করল॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ কৃষ্ণেতি—সর্ব্বদুঃখাকর্ষণাভিপ্রায়েণার্ত্ত্যা বীপ্সা, হে মহা-

১৪। শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানং অচেতনং (মূর্চ্ছিত প্রায়ং গোকুলং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভগবান্ হরিঃ কুপিতেন্দ্রকৃতং মেনে।

১৪। মূলানুবাদঃ প্রবল শিলাপাত ও ঝড় জলে গোকুলবাসিদের উৎপীড়িত ও মূর্চ্ছিত-প্রায় দেখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ ইন্দ্রেরই কর্ম।

ভাগ! অস্মাকং পরমভাগ্যরূপম্, নোঽস্মাকং গোকুলং গবাং কুলং ব্রজমেব বা সর্ব্বং ত্রাতুমর্হসি; যদ্বা, নোঽস্মাংশ্চ দেবাদিন্দ্রাৎ, তন্নামাগ্রহণং দ্বেষেণ পাপবুদ্ধ্যা বা; যদ্বা, দেবাত্তত্রাপি কুপিতাদিতি—তৎপ্রতীকারাসমর্থানস্মান্ ত্বমেব ত্রাতুং যোগ্যোঽসীত্যর্থঃ। তর্হি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ? তত্রাহুঃ—প্রভো! হে সর্ব্বশক্তিযুক্তেতি—কালিয়-মর্দ্দনাদৌ তবালৌকিকশক্তিদর্শনাদিতি ভাবঃ। নন্থ দেবেষু নিজশক্তিং দর্শয়িতুং নোপযুজ্যেত, তত্রাহুঃ—হে ভক্তবৎসলেতি; ভক্তার্থং তবাকৃত্যং ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণ ইতি—সর্বদুঃখ আকর্ষণ উদ্দেশ্যে ডাকলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে—আর্তিতে দুইবার। হে মহাভাগ! হে আমাদের পরমভাগ্যরূপ। **নঃ**—আমাদের **গোকুলং**—গোসমূহকে, বা ব্রজের সবকিছু রক্ষা করতে আপনিই সমর্থ; অথবা, **নঃ**—আমাদিকে। **দেবাৎ**—ইন্দ্র দেবতা থেকে এখানে ইন্দ্রের নাম গ্রহণ না করার কারণ দ্বেষে বা ঐ নাম গ্রহণ করলে পাপস্পর্শ করবে, এই বুদ্ধিতে; অথবা, একে তো দেবতা তাতে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বসে আছে, তাই নামগ্রহণ করলেন না ভয়ে। এর প্রতিকার অসমর্থ আমাদিগকে আপনিই রক্ষা করতে সমর্থ, এরূপ অর্থ। তা হলে আমারই বা কি শক্তি আছে? এর উত্তরে **প্রভো**—হে সর্বশক্তিযুক্ত, কালিয় দমনাদি লীলায় তোমার অলৌকিক শক্তি দেখেছি, তাই প্রার্থনা করছি, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ বলছেন—কিন্তু দেবতাদের প্রতি নিজ বল দেখানো সমীচীন হয় না, এর উত্তরে **হে ভক্তবৎসল**—ভক্তের প্রয়োজনে তোমার কোন কিছুই অকরনীয় হয় না, এরূপ অর্থ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্য এতাদৃশমহাবিপত্তৌ শ্রীনারায়ণ এব কৃষ্ণমাবিশ্যাস্মান্ রক্ষতীতি বিশ্বস্তাগোপাঃ প্রার্থয়ন্তে,—কৃষ্ণেতি। দেবাদিন্দ্রাৎ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ "এই বালক তোমাদিগকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবে" এই গর্গোক্তি স্মরণ করে, এতাদৃশ মহাবিপত্তিতে শ্রীনারায়ণই কৃষ্ণে প্রবেশ করে আমাদিগকে রক্ষা করবে, এইরূপ বিশ্বাসী গোপগণ প্রার্থনা করলেন—কৃষ্ণ ইতি। **দেবাৎ**—ইন্দ্র থেকে॥ বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ শিলাবর্ষযুক্তেনাতিবাতেন, পাঠান্তরে শিলাবর্ষস্য নিপাতেন হন্যমানম্, অতএব অচেতনং মূর্চ্ছিতপ্রায়ং গোকুলমিতি প্রকরণাৎ; কৃতং কৃতিম্॥ জী০ ১৪॥

১৫। অপর্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি॥

১৫। অন্বয়ঃ অস্মাভিঃ (ব্রজবাসিভিঃ) স্বযাগে (ইন্দ্রযাগে) বিহতে (নিবারিতে সতি) ইন্দ্রঃ নাশায় অপর্ত্তু (অপগতঃ ঋতুঃ বর্ষাকালঃ) অত্যুল্বণং অতিবাতং শিলাময়ং বর্ষং বর্ষতি।

১৫। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বগত উক্তি—আমরা স্বযজ্ঞ ভঙ্গ করায় ইন্দ্র ব্রজ ধ্বংশ করার জন্য অকালে এই ভীষণ বায়ুযুক্ত শীলাময় বর্ষণ করছে।

১৪। শ্রীজীব-বৈ তোষণী টীকানুবাদঃ শিলাবর্ষণযুক্ত প্রবল ঝড়ে। পাঠান্তর 'শিলা বর্ষস্য নিপাতেন হন্যমানম্'। অতএব **অচেতনম্**—মূর্চ্ছিত প্রায় গোকুল, প্রকরণ ইহাই হওয়া হেতু গোকুল পদটি আনা হল শ্লোকে না থাকলেও। **কৃতং**—(ইন্দ্রেরই) কর্ম॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কুপিতেনেন্দ্রেণ কৃতং তদ্বর্ষং বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব মেনে ভগবন্নিত্য-পার্ষদানামপি তত্তৎ কষ্টং লীলাশক্ত্যৈব প্রেমানন্দরসস্যোৎকর্ষেণাস্বাদনার্থমুপস্থাপিতং লোভবতাং বুভুক্ষণাং ক্ষুৎকষ্টমিব সুখোদর্কত্বাৎ সুখাত্মকমেবেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কুপিত ইন্দ্রকৃত সেই বর্ষণ নিবেদন করার পূর্বেই এ যে ইন্দ্রের কাজ, তা কৃষ্ণ বুঝে নিয়েছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণেরও যে সেই সেই কষ্ট, তা প্রেমানন্দরস পরিতৃপ্তি সহকারে আস্বাদনের জন্য লীলাশক্তি দ্বারাই কৃষ্ণের নিকট স্থাপিত হয়েছিল, লোলুপ ক্ষুধার্তের ক্ষুৎকষ্টের মত—পরিণাম ফল সুখাত্মক হওয়া হেতু, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পশ্চাৎ ক্রোধাবেশেন স্বগতমুবাচেত্যাহ—অপর্ত্বিত্যাদি পঞ্চকেন, ইত্যুক্ত্বেতি পরেণান্বয়াৎ। পৃথক্ তু ব্যাখ্যায়তে—বর্ষং বর্ষতীতি—তপস্তপ্যত ইতিবদ্বর্ষং করোতী-ত্যর্থঃ। অস্মাভিরিতি বহুত্বং শ্রীনন্দাদ্যপেক্ষয়া, শক্রমদভঞ্জনার্থং নিজপ্রৌঢ়িপ্রকটনেন বা। নাশায় গোষ্ঠস্য, তত্ত্বতস্তু নিজমদস্যৈব॥ জী০ ১৫॥

১৫ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পরে ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ স্বগত 'অপর্তু ইতি' ১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে বললেন, ইত্যুক্ত্বেতি পদের ১৯ শ্লোকের সহিত অন্বয় হেতু। ব্যাখ্যা কিন্তু প্রতি শ্লোকের পৃথক্ পৃথক্ করা হচ্ছে, **বর্ষং**—বর্ষণ করছেন। **অস্মাভিঃ**—আমরা, এখানে বহুবচন নন্দাদি গোপগণের অপেক্ষায়, বা ইন্দ্রের গর্ব ভঞ্জনের জন্য নিজ সামর্থ্য প্রকটন হেতু গৌরবে বহুবচন—'আমি' না বলে আমরা বললেন। **নাশায়**—গোষ্ঠ ধ্বংস করার জন্য। তত্ত্বতঃ ইন্দ্রের নিজ গর্ব ধ্বংসের জন্যই॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কুপিতেন্দ্রকৃতং মত্বা স্বগতমুবাচ,—অপর্ত্বিতি পঞ্চকম্। ভগবানে-ত্যাহ—অপগত ঋতুর্যস্য তদ্বর্ষং শিলাময়ং শিলাপ্রচুরং॥ বি০ ১৫॥

১৬। তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥
১৭। নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥

১৬। অন্বয়ঃ তত্র (ইন্দ্রস্য এতাদৃশবর্ষণ বিষয়ে) আত্মযোগেন প্রতিবিধিং (প্রতীকারং) সম্যক্ সাধয়ে মৌঢ্যাৎ (মূঢ়তয়া) লোকেশমানিনাং শ্রীমদং (ঐশ্বর্য্যগর্ব্বলক্ষণং) তমঃ (মহদভিমানঞ্চ) হরিষ্যে।

১৭। অন্বয়ঃ সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণাং ঈশবিস্ময়ঃ (বয়মীশ ইতি গর্ব্বাঃ) ন উপকল্পতে (যোগ্য ন ভবতি) [অতঃ]অসতাং মত্তঃ (মৎকৃতঃ) মানভঙ্গঃ (গর্ব্বনাশঃ) প্রশমায় (মঙ্গলায়) [ভবতি]।

১৬। মূলানুবাদঃ আমি যোগমায়া নামক নিজ শক্তি প্রভাবে সম্যক্‌রূপে এর প্রতিকার করব। এরা মূঢ়তা বশতঃ নিজেদের ঈশ্বর বলে অভিমান করে থাকে, এদের এই ঐশ্বর্য গর্ব দূর করব।

১৭। মূলানুবাদঃ আমার ভক্তদেবতাদের 'আমি ঈশ্বর' এরূপ গর্ব থাকা উচিত নয়। আমার ভক্ত যদি কুচেষ্টাপরায়ণ হয়েও যায়, তবে তাঁদের হিতার্থে আমার থেকেই তাদের গর্বনাশ হয়।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইহা কুপিত ইন্দ্রের কর্ম, এরূপ বুঝতে পেরে কৃষ্ণ স্বগত বললেন—অপর্ত্বিতি ইতি পাচটি শ্লোক। **অপর্তু বর্ষং**—অপগত ঋতু যার সেই বর্ষণ অর্থাৎ অকালে বর্ষণ। **শিলাময়ং**—শিলা বহুল ॥ বি০ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সম্যক্ সর্ব্বেষাং সুখপূর্ব্বক-নিজদাসবর্ষ-মাহাত্ম্য-প্রদর্শনাদি প্রকারেণ সাধয়ামি, 'বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ ; আত্মযোগেন সাধয়ে যোগমায়াখ্যয়া স্বাভাবিকশক্ত্যেত্যর্থঃ। লোকেশমানিনামিতি বহুত্বং তদ্দণ্ডেনান্যেষামপি শিক্ষাভিপ্রায়েণ ॥ জী০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সম্যক্ সাধয়ে—সকলকে সুখদান পূর্বক নিজ দাসবর্য গোবর্ধনের মাহাত্ম্য প্রদর্শনাদি প্রকারে সম্পন্ন করব। **আত্মযোগেন**—যোগমায়া নামক নিজ স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা **সাধয়ে**—সম্পন্ন করব। **লোকেশমানিনাং**—ঈশ্বর অভিমানিগণের—এখানে কথা হচ্ছে, এক ইন্দ্র সম্বন্ধে অথচ বহুবচন প্রয়োগ হল—এর কারণ এই ইন্দ্রের দণ্ডের ভিতর অন্যসকল ঈশ্বর-অভিমানিদের শিক্ষা দেওয়া ॥ জী০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রতিবিধিং প্রতিকারং আত্মনো যোগেন যোগমায়য়া লোকেশমানিনাং শ্রীমদলক্ষণং তমোহরিষ্যামি বহুবচনং বরুণাদীনপ্যভিপ্রেতি ॥ বি০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রতিবিধিং—প্রতিকার। **আত্মযোগেন**—নিজের যোগমায়াদ্বারা। **লোকেশমানিনাং**—ঈশ্বর-অভিমানিদের তামসিক ভাব, যার লক্ষণ ঐশ্বর্য গর্ব, তা হরণ করব—এখানে বহুবচন প্রয়োগ হল, বরুণাদিকেও এর সহিত সংযুক্ত করার অভিপ্রায়ে।। বি০ ১৬ ।।

১৮। তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

১৮। অন্বয়ঃ তস্মাৎ মচ্ছরণং মন্নাথং (মৎপ্রতিপাল্যং) মৎপরিগ্রহং (কুটুম্বম্) গোষ্ঠং (গোকুলং) আত্মযোগেন গোপায়ে (রক্ষিষ্যামি) সঃ অয়ং মে ব্রতঃ আহিতঃ (মম বিহিতঃ)।

১৮। মূলানুবাদঃ আমিই যার রক্ষাকর্তা, ঈশ্বর, আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ স্বরূপশক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অসতাং শ্রীমদেন দুশ্চেষ্টিতানাম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, শ্রীমদং হরিষ্য ইত্যত্র হেতুমাহ---হি যতঃ সুরাণামীশোঽহমিতি বিশেষেণ স্ময়ো গর্ব্বঃ; নোপকল্পতে যোগ্যো ন ভবতি; যতঃ সদ্ভাবযুক্তানাম্, অতঃ শ্রীমদেনাসতামপি তেষাং হিতমেব করিষ্যামীত্যাহ—মত্ত ইতি নান্যতঃ। মদৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্যাবেব তাদৃশযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অসতাং—ঐশ্বর্যগর্বে কুচেষ্টাযুক্ত জনদের। [শ্রীধর—পূর্বপক্ষ, আচ্ছা দেবগণ তো সাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং কৃষ্ণভক্ত, তারা তামসিকচেষ্টাযুক্ত হবেন কি করে? এরই উত্তরে—ন হি। **সদ্ভাবযুক্তানাং**—সত্ত্বগুণ বা আমার ভক্তিযুক্ত দেবতাদের 'আমি ঈশ্বর' এরূপ **বিস্ময়**—গর্ব, ভিতর থেকে উঠে না—অতএব এদের অসৎবৃত্তি আগন্তুক—আরও এদের মান-ভঙ্গ অনুগ্রহই]। অথবা, 'আমি শ্রীমদ হরণ করে থাকি' শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসিদ্ধ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বলা হচ্ছে—ন হি। **হি**—যেহেতু। **সুরানামীশ বিস্ময়ঃ**—দেবতাগণের ঈশ্বর আমি, এইপ্রকার বিস্ময়—[বি+স্ময়] বিশেষভাবে গর্ব (পূর্বের 'ন' যোগ করে) **নোপকল্পতে**—এই গর্বের যোগ্য হয় না; পূর্বের 'হি' যোগ করে) **হি**—যেহেতু **সদ্ভাবযুক্তানাং**—আমার প্রতি ভক্তিযুক্তজন অতঃপর [যদি ঐশ্বর্যগর্বে কুচেষ্টাপরায়ণ হয়েও যায় তাদের হিতই আমি করে থাকি—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, মত্ত ইতি অর্থাৎ আমার থেকেই তাদের মানভঙ্গ হয়, অন্যের থেকে নয়—আমার ঐশ্বর্য স্ফূর্তিতেই তাদৃশ যোগ্যতা প্রাপ্তি হেতু, এরূপ ভাব॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ন চৈবমিন্দ্রায়াতিক্ষুদ্রায় অতিক্ষোদীয়সেঽহং স্পর্দ্ধে, কিন্তু তস্য মদ্ভক্ত-স্যোদ্ভুতং দোষমেব কৃপয়ৈব চিকিৎসন্নস্মীত্যাহ—নহীতি। সদ্ভাবঃ সত্ত্বং মদ্ভক্তির্বা তদ্যুক্তানাং সুরাণামীশা বয়মিতি বিশিষ্টস্ময়ো গর্ব্বো হি যস্মান্ন ঘটতে তস্মাৎ সংপ্রত্যসন্মার্গে স্থিতত্বাদসতাং তেষাং মানস্যাদরস্য ভঙ্গ এব প্রশমায় গর্ব্বরোগস্যোপশান্ত্যৈ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এই অতিক্ষুদ্র ইন্দ্রকে আমি অতিপিষ্ট করব না, তার স্পর্দ্ধার জন্য; কিন্তু আমার ভক্ত তার এই উদ্ভূত-দোষের আমি চিকিৎসা করব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নহি ইতি॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ যস্মান্মমাত্মনরবিশেষত্বেনাস্মচ্ছব্দক্রোড়ীকৃতানাং মৎপিত্রাদিগোষ্ঠবাসিনাং নাশায় ইন্দ্রো বর্ষতি, তত্র চ প্রতিবিধিং সম্প্রত্যেব সাধয়িষ্যামি, তত্র চানুষঙ্গিকতয়া লোকেশমাত্রাণাং তমো হরিষ্যে ; তচ্চ যুক্তং, তস্মাদহমেব তদিদং গোষ্ঠম্ আত্মযোগেন সাধয়ে, অসাধারণ-স্বাভাবিক প্রভাবেণ গোপায়ে, সম্প্রত্যেব গোপয়িষ্যামি। ন কেবলং সম্প্রত্যেব, কিন্তু সঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসিদ্ধঃ। অয়ং গোষ্ঠস্য পালনরূপো মম ব্রতো নিয়ম এবাহিতো বিহিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং গোষ্ঠম্ ? তত্রাহ—অহমেব শরণং রক্ষিতা যস্য তৎ, যতোঽহমেব নাথ ঈশ্বরো যস্য তৎ। কিঞ্চ, মম পরিগ্রহং কুটুম্বমতো অকৃত্যেনাপি রক্ষ্যমিত্যর্থঃ ; 'বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্য-শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥' ইতিবৎ। যদ্বা, মম শরণমাশ্রয়ং, মম নাথং পরিপালকম্। কুতঃ ? অহমেব পরিগ্রহো ধনপুত্রদারাদি সর্ব্বং যস্য তৎ, মদেকপ্রিয়মিত্যর্থঃ। অতো গোপায়ে ইতি—বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ স্বাভাবিকত্বং ব্যঞ্জয়তি। অত আত্মযোগেনেত্যুক্তম্, অতঃ সোঽনাদিসিদ্ধোঽয়ং সম্প্রত্যপি প্রাপ্ত ইতি দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ—যে মম নিত্য-নরাকৃতিলীলস্য ঈশ্বরস্য ইতি ব্রতঃ প্রতিজ্ঞা আহিতঃ সর্ব্বাংশেন ধৃতঃ। তদেবমিন্দ্রস্য মচ্ছরণত্বাদি-বিরুদ্ধধর্ম্মবান্মচ্ছরণাদিরূপ-গোষ্ঠবাসিনাং বিরোধায় প্রবৃত্তত্বান্মানভঙ্গোঽপি গোষ্ঠবাসিগোপন্যায় যোগ্য ইতি বিবক্ষিতম্॥জী॰ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যেহেতু আমার নিজের সহিত অভিন্নভাবে কৃতালিঙ্গন পিতামাতা-অন্যান্য গোপগণ-গোকুল প্রভৃতির নাশের জন্য ইন্দ্র বর্ষণ করছে, এ সম্বন্ধে প্রতিবিধান এই এখনই করছি ; এবং এ সম্বন্ধে ইন্দ্রাদি লোকপাল মাত্রেরই তামসিক ভাবও হরণ করব। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, **তস্মাৎ**—সুতরাং এই গোষ্ঠ **স্বাত্মযোগেন**—নিজ অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তিপ্রভাবে **গোপায়ে**—রক্ষা করব এখন। কেবল যে এখনই রক্ষা করব, তাই নয়, চিরকালই করে থাকি; এই ব্রজ পূর্ব পূর্ব সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, কখনও-ই ক্ষয় নেই। এই গোষ্ঠের পালনরূপ আমার **ব্রত**—নিয়ম **আহিতঃ**—বিহিত অর্থাৎ বিধৃত হয়েছে এরূপ অর্থ। কীদৃশ গোষ্ঠ ? এরই উত্তরে **মচ্ছরণং**—আমিই রক্ষাকর্তা যার সেই গোষ্ঠ। **মন্নাথ**—যেহেতু আমিই 'নাথ' ঈশ্বর যার সেই গোষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজ। আরও, **মৎপরিগ্রহং**—আমার দ্বারা পাল্য বলে স্বীকৃত—অকার্যের দ্বারাও কুটুম্বের মতো রক্ষণ যোগ্য এই গোষ্ঠ, মনুর বচন অনুসারে—'মনু বলেছেন, বৃদ্ধকালে পিতামাতাকে, সাধ্বী স্ত্রীকে, শিশু সন্তানকে শত অকার্য করেও ভরণ-পোষণ করা উচিত।

অথবা, **মৎশরণম্**—আমার আশ্রয় **মন্নার্থং**—আমার পরিপালক। কি করে ? **মৎপরিগ্রহম্**—আমিই এই নন্দাদি ব্রজবাসিদের 'পরিগ্রহ' ধন-পুত্র-দারাদি সব কিছু, এদের প্রীতি একমাত্র আমাতেই ন্যস্ত, এরূপ অর্থ। অতএব **গোপায়ে**—রক্ষা করছি। বর্তমান প্রয়োগে স্বাভাবিকতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে। অতএব নিজ অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে (রক্ষা করছি), এরূপ বলা হল। অতএব এই গোষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজ অনাদিসিদ্ধ, একে সম্প্রতিও লাভ করেছি, এরূপ দেখান হল। এই রক্ষা করা সম্বন্ধে হেতু—এই ব্রজজনেরা **মে**—নিত্য-নরাকৃতিলীল আমার। **ব্রত**—প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন সঙ্কল্প **আহিতঃ**—সর্বাংশে

১৯। ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥

১৯। অন্বয়ঃ বিষ্ণুঃ (কৃষ্ণঃ) ইত্যুক্ত্বা একেন হস্তেন গোবর্দ্ধনাচলং কৃত্বা (উৎকৃত্য) বালকঃ ছত্রাকমিব লীলয়া (অনায়াসেন) দধার (ধৃতবান্)।

১৯। মূলানুবাদঃ স্বগত এরূপ বলে কৃষ্ণ অটল গোবর্ধনকে মূল ও দক্ষিণ অংশ থেকে ছিন্ন করে অনায়াসে বা হাতে তুলে ধরলেন, বালক যেমন বেঙের ছাতা তুলে ধরে।

গ্রহণ করেছি। আমার শরণাদি বিরুদ্ধ-ধর্মনিষ্ঠ ইন্দ্র আমাতে শরণাগত গোষ্ঠবাসিদের সহিত বিরোধের জন্য প্রবৃত্ত হওয়া হেতু গোষ্ঠবাসিদের রক্ষার জন্য তার গর্বভঙ্গ সমীচীনই, এরূপই তাৎপর্য॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিঞ্চ, যতস্তৎ কৃতমিদমত্র সঙ্কটমুপস্থিতং তস্মাদেগোষ্ঠমেতদ্‌গোপায়ে মম শরণং গৃহরূপম্। "শরণং গৃহরক্ষিত্রো"রিত্যনেকার্থবর্গঃ। গৃহস্যাস্যাহমেব নাথ ইত্যাহ—মন্নাথং মম পরিগ্রহাঃ পিতৃ ভ্রাতৃ প্রেয়স্যাদয়ো যত্র তৎ। ন কেবলমস্মাদেব সঙ্কটাদ্গোপায়ে অপি তু সর্ব্বস্মাদপি সঙ্কটান্মহাপ্রলয়কালাদপীত্যাহ,—স প্রসিদ্ধোঽয়ং ব্রতোনিয়মো মে ময়া আহিতো গৃহীতঃ॥ বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও, যেহেতু ইন্দ্রকৃত এই সঙ্কট এখানে উপস্থিত, সেই হেতু আমি এই **গোষ্ঠং**—ব্রজ রক্ষা করব। **মৎশরণম্**—(এই ব্রজ) আমার গৃহ ; [শরণ, গৃহ, রক্ষাকর্তা, এরূপ অনেক অর্থ-অমর] এই গৃহের আমিই নাথ, তাই বলা হল মন্নাথং। **মৎপরিগ্রহম্**—'পরিগ্রহাঃ' পিতা, ভাই, প্রেয়সী আদি, এরা যে স্থানে বাস করে সেই গোষ্ঠ। কেবল যে আমার জনদেরই সঙ্কট থেকে রক্ষা করি তাই নয়, পরন্তু সকলেরই সঙ্কট থেকে মহাপ্রলয়কাল থেকেও রক্ষা করে থাকি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'মে ব্রত আহিতঃ' সেই প্রসিদ্ধ এ **ব্রত**—নিয়ম **মে**—আমার দ্বারা **আহিতঃ**—গৃহীত॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইত্যুক্ত্বেতি—মহামেঘারম্ভাদেব গোবর্দ্ধননিকটে সর্ব্বেষামানয়নমবগম্যতে। একেন বামেন সব্যেন পাণিনেতি হরিবংশোক্তেঃ। কৃত্বা ছিত্ত্বেতি—মূলত উর্দ্ধতশ্চ জ্ঞেয়ম্, মানসগঙ্গায়া উত্তরতো বিচ্ছিন্নত্বাৎ ; 'তেষাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া। সোঽন্নকূট ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বতঃ শক্রপূজিতঃ॥' ইতি বারাহপ্রসিদ্ধস্য তস্য ভাগস্যাদ্যাপি পৃথক্ প্রসিদ্ধেঃ। ন কথমপি কদাচিদপি চলতীত্যচল-পদশ্লেষঃ। লীলয়াঽনায়াসেন ; যদ্বা, কটিতটে দক্ষিণ-শ্রীহস্তন্যাসাদিভঙ্গীবিশেষেণ দধার, তথৈব প্রাচীনশ্রীমূর্ত্তি-দর্শনাৎ। যতো বালকশ্ছত্রাকমিব বাল্যলীলামনতিক্রমেণৈবেত্যর্থঃ, এবমনায়াসোঽপি দর্শিতঃ। ননু বালমূর্ত্তেস্তদ্ধারণাদি-সন্নিবেশঃ কথং ঘটতে ? তত্রাহ—বিষ্ণুঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা তদ্রূপত্বেঽপি বিভুঃ। কৃষ্ণঃ ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। তথৈব সহস্রনামস্তোত্রে—'অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্' ইতি। অতো যথেচ্ছমেব পর্ব্বতাদীনামুচ্চপদাদি-স্থিতির্জাত্যেত্যর্থঃ। ততঃ শ্রীবৈশম্পায়নোক্তিরতি ঘটতে—'স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈঃ' ইতি ; তথা—'আপ্লুতোঽয়ং গিরিঃ পক্ষৈরিতি বিদ্যাধরোরগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব বাচো-

ইমুঞ্চন্তু সর্ব্বশঃ ॥' ইতি ; তচ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গাগ্রৈর্মেঘবর্গোদ্ ঘট্টনক্রীড়ার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ব্রজকর্ত্তৃক-দর্শনসৌকর্য্যায় শোভাবিশেষায় চ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ধারণসৌকার্য্যায় চ ইদং কল্পতে, উত্থাপনসময়ে লীলাশক্ত্যানুকূল্যেন পর্ব্বতমধ্যাধোভাগাদ্বিচ্ছিন্ন কুট্টিমায়মানোমহাশিলাসমুচ্চয় একো মধ্যগর্ত্তে স্থিতঃ। যং শিলা-সমুচ্চয়মারুহ্য, যং নিম্নং পর্ব্বতমধ্যদেশং শ্রীহস্তেন বিষ্টভ্য চ সুখং দধারেতি অত্র গর্ত্তমধ্যে বহির্জলপতনাগমন-নিবারণাদিসমাধানশতমতি লীলাশক্ত্যানুকূল্যেনৈব জ্ঞেয়ম্। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈ-র্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা। গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চ্চসা॥' ইতি। এবং বামকরেণ লীলয়া তদ্ধারণং বস্তুতঃ নিজজীবনানপেক্ষয়া তদেকসুখাপেক্ষকাণাং ব্রজজনানাং তেষাং স্বীয়াশ্রমবোধনেন সুখার্থমেব, অন্যথা তেষাং সর্ব্বনাশতোঽপি মহাদুঃখাপত্তেঃ। এবমন্যচ্চ তস্য সর্ব্বমেবোহ্যম ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইত্যুক্ত্বেতি—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে এক হস্তে গোবর্ধন ধারণ করলেন—ঘনঘটার আরম্ভেই সকল ব্রজবাসিকে গোবর্ধনের নিকটে যে আনায়ন হয়েছিল, তা বুঝা যাচ্ছে। এখানে 'একেন হস্তেন' এই হস্তটি যে বাম হস্ত, তা শ্রীহরিবংশের উক্তি থেকে বুঝা যায়, যথা—"ব্রজবাসিদের রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ দুই হস্তে গোবর্ধন উৎপাটন করত বামহস্তে ধারণ করলেন, অচল অটল ভাবে। পর্বতের শৃঙ্গ তখন মেঘ স্পর্শ করল।" **কৃত্বা**—ছেঁড়া, মূল ও উচু-দক্ষিণের অংশ থেকে ছিঁড়ে হাতে তুলে নিলেন, এরূপ বুঝতে হবে—এজন্য মানস গঙ্গার উত্তর অংশ থেকে অদ্যাবধি বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। শ্রীবরাহপুরাণে উক্ত আছে—"শ্রীব্রজবাসিদের রক্ষা করার জন্য আমি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলাম, যে অংশ ধারণ করেছিলাম, তা অন্নকূট নামে খ্যাত, ইন্দ্রের দ্বারা সর্বাদরে পূজিত।" এই কারণে বরাহ-প্রসিদ্ধ সেই ভাগের অদ্যাপি পৃথক্ প্রসিদ্ধি। **অচলং**—কোনও প্রকারেই কখনও-ই চলে না। **লীলয়া**—অনায়াসে; অথবা, কটিতটে শ্রীদক্ষিণ হস্ত স্থাপনাদি ভঙ্গী বিশেষে পর্বত ধারণ করলেন—এইরূপই প্রাচীনমূর্তি দেখা যাওয়া হেতু একথা বলা হল। যেহেতু বালক, তাই বাল্যলীলা লঙ্ঘন না করেই বলশালী ছত্রধারকের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন, এরূপ অর্থ; এরূপে আয়াস রাহিত্যও দেখান হল। সাতবৎসরের বালকের ছোট্ট কোমল হাতে এক বৃহৎ পর্বতের সংস্থাপন ও ঊর্ধ্বে ধারণাদি কি করে সম্ভব হতে পারে? এরই উত্তরে **বিষ্ণু**—অচিন্ত্য শক্তি হেতু এই বালকরূপেও বিভু। কৃষ্ণ পাঠেও একই অর্থ। এইরূপই সহস্রনাম শ্রোত্রে দেখা যায়—"অনিরূপনীয় বপু শ্রীমান্ অপরিচ্ছেদ্য আত্মা মহাপর্বতধারী"। অতএব কৃষ্ণের যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবেই পর্বতাদির আকাশে উচ্চ স্থানাদিতে স্থিতি হয়, এরূপ অর্থ। অতঃপর শ্রীবৈশম্পায়নের উক্তিও সম্ভব হয়, "কৃষ্ণ মেঘের সহিত মিলন করিয়ে গিরি ধরলেন", তথা—"ডানা দ্বারা উড়ে এল এই পর্বত, এরূপ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল বিদ্যাধর সর্প, গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ সকলে।" এবং শ্রীগোবর্ধন শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে মেঘকে তচনচ করে দেওয়ার খেলার জন্যই এরূপ করলেন, এরূপ বুঝতে হবে। এখানে ব্রজবাসিদের দর্শনের সুবিধার জন্য কৃষ্ণ এইরূপ কল্পনা করলেন—উত্তোলনের সময়ে লীলাশক্তির আনুকূল্যে পর্বত-তলের মধ্যস্থান থেকে এক বিশাল শিলাখণ্ড খসে পড়ে নিম্নস্থ গর্তের উপর বসে গিয়ে এক শান বাঁধানো পাকা মেঝের মতো হল। এই শিলার উপর দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বের সেই পর্বত-তলার নীচুস্থানটি শ্রীহস্তের সহিত খাপে খাপে সংযুক্ত

২০। অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ॥

২০। **অন্বয়ঃ** অথ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপান্ আহ হে অম্ব (মাতঃ) তাত [হে] (পিতঃ!) ব্রজৌকসঃ! স গোধনাঃ (গোধনৈঃ সহ) যথোপজোষং (যথাসুখং) গিরিগর্ত্তং (গোবর্দ্ধনস্যাধোদেশং) বিশত (প্রবিশত)।

২০। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ডেকে ডেকে বললেন—ওগো মা, ওগো বাবা, ওগো ব্রজজন তোমরা গোধনের সহিত যথা সুখে এই গিরিগর্তে প্রবেশ কর।

করে সুখে ধারণ করলেন। এই গর্তের মধ্যে বাইরের জল পতন-নিবারণাদি শত শত সমাধানও লীলাশক্তি আনুকূল্যেই হল, এরূপ বুঝতে হবে। তথা চ শ্রীহরিবংশে—"কৃষ্ণ তেজে বা-হাতে পর্বত উঠিয়ে মেঘের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরলেন। তার তলদেশ গৃহাকারে গৃহস্বরূপ হল।" এইরূপে লীলায় বা-হাতে এই পর্বত-ধারণ বস্তুতঃ নিজজীবন ব্রজজনদের অপেক্ষাতেই। একমাত্র কৃষ্ণসুখ অপেক্ষক সেই ব্রজজনদের নিজ শ্রম-হীনতা বুঝানো হল, তাঁদের সুখ প্রয়োজনেই; অন্যথা তাঁদের সর্বনাশ থেকেও মহাদুঃখ উপস্থিত হত। কৃষ্ণের অন্যসব লীলাই এইরূপেই বিচার যোগ্য॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ইতি স্বগতমুক্ত্বা একেন হস্তেনেতি বামেনৈব। যদুক্তং হরিবংশে "স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা। গৃহভাবং গত স্তত্র গৃহাকারেণ বর্চ্চসে"তি। ছত্রাকং শিলীন্ধ্র-মিব দধারেতি দিধীর্ষাসময়ে যোগমায়াংশভূতয়া সংহারিক্যা শক্ত্যা তাবত্যপিবৃষ্টিরাকাশ এব তথা সংজহ্রে যথা স্বগৃহালিন্দাদতিবেগেন গোবর্দ্ধনমুদ্ধর্ত্তুমভিদ্রুতবতো ভগবত উষ্ণীষাদি বাসাংস্যপি নাতি স্তিমিতানীতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইত্যুক্ত্বা—স্বগত সেইরূপ বলার পর **একেন**—বাম হস্তে, পর্বত উঠিয়ে ধরলেন, শ্রীহরিবংশে—বামহস্তের কথাই আছে, যথা—"কৃষ্ণ তেজের সহিত বা-হাতে গোবর্ধন উঠিয়ে ধরলেন মেঘ-ঠেকিয়ে, পর্বতের নীচের স্থানটি গৃহের আকৃতিতে একটি গৃহের ভাব ধারণ করল।" **ছত্রাকমিব**—'ছত্রাক' বেঙ্গের ছাতা—এত অনায়াসে ধরলেন, দেখে মনে হল যেন একটি বেঙ্গের ছাতা ধরলেন। কৃষ্ণের গোবর্ধন্-ধরণের ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই যোগমায়ার অংশভূতা সংহারিকা শক্তিদ্বারা যতকিছু বৃষ্টি সব আকাশেই এমন ভাবে শুকিয়ে গেল, যাতে নিজের গৃহের বারান্দা থেকে নেমে অতি দ্রুত বেগে কৃষ্ণ যখন ধাবিত হলেন গোবর্ধন ধারণের জন্য তখন তাঁর উষ্ণীষাদি বস্ত্রও বেশী কিছু ভিজল না, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হে অম্বেতি মাতুরাদৌ সম্বোধনং স্নেহবিশেষেণ। পুত্র-হেতুকেন্দ্রক্রোধ-বৃষ্টিদৃষ্ট্যা তয়া বা পুত্রদুঃখশঙ্কয়া চিন্তাদুঃখাকুলায়াঃ সান্ত্বনেচ্ছয়া চ, ততশ্চ হে তাতেতি স্নেহানুক্রমাৎ তস্য প্রবেশে সত্যেব তস্যাঃ প্রবেশাচ্চ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীরোহিণ্যাদীনাম্। হে ব্রজৌকসো

যথোপজোষমিতি, যথা ব্রজে বাসস্তথৈবাত্রাপি সম্পৎস্যত ইতি ভাবঃ। নন্থ 'মধ্যে যোজনবিস্তারং তাবদ্দ্বি-গুণমায়তম্' ইতি শ্রীহরিবংশে ব্রজবিস্তারস্য বর্ণিতত্বাৎ কথং গোবর্দ্ধনগর্ত্তে ব্রজো মাতি? উচ্যতে—তস্যা-চিন্ত্যশক্ত্যা মহত্ত্বাপত্তেরিতি। তথা চ হরিবংশে তেনৈবোক্তম্—'শৈলোৎপাটনভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্॥' ইতি গিরের্গর্ত্তং তন্মূলোৎপাটনভূভাগং গর্ত্ত এব সমাধানঞ্চ বাতাদ্যাবরণাপেক্ষয়া গাবঃ পশব এব ধনানি; যদ্বা, গাবো ধনানি চান্যানি, তৎসহিতাঃ। তদেবং সর্ব্বব্রজ-বাসিনাং তৎপশ্চাদেবাবগতত্বং তদ্বচনস্য চ সর্ব্বসুশ্রবত্বং ধ্বনিতম্॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে অম্ব ইতি**–মাকে সর্বাগ্রে সম্বোধন স্নেহবিশেষ হেতু এবং পুত্র হেতুক ইন্দ্রের ক্রোধ-বৃষ্টি দেখা হেতু পুত্রদুঃখ শঙ্কায় চিন্তা দুঃখ আকুল মায়ের সান্ত্বনা ইচ্ছায় সর্বাগ্রে সম্বোধন। অতঃপর হে তাত! এইরূপে স্নেহ অনুক্রমে মায়ের পর পিতাকে সম্বোধন, পিতার প্রবেশ হলেই মায়ের প্রবেশ হবে, সেই জন্যও পিতাকে সম্বোধন। 'ওগো মা' এ সম্বোধন উপলক্ষণে করা হয়েছে—এর মধ্যে শ্রীরোহিণী আদি সব মাতৃস্থানীয়দেরই ধরতে হবে।

হে ব্রজবাসিগণ! **যথা উপজোষং**–ব্রজবাস যেরূপ, সেইরূপই এই গিরিগর্তও শোভাসম্পত্তিযুক্ত, এরূপ ভাব। আচ্ছা, 'ব্রজের মধ্যস্থান একযোজন (৮ মাইল) পাশে, আর ২ যোজন লম্বায়' শ্রীহরিবংশে ব্রজের বিস্তার এরূপ বলা আছে, তা হলে কি করে গোবর্ধন-গর্তে ব্রজ ধরবে? এর উত্তরে, কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিতে বিভুতা এসে যায় গোবর্ধন-গর্তে, তাই ধরবে। শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—"গোবর্ধন উৎপাটন করে আমি এক বৃহৎ চত্বর নির্মাণ করলাম, যার মধ্যে ত্রিলোকই রক্ষা করতে সাহস করি ব্রজের কথা আর বলবার কি আছে?" গোবর্ধনের মূল উৎপাটন-গর্তেই জল বায়ুর আবরণ অপেক্ষায় গো-মহিষাদি ধন সকলের সমাধানও হল। অথবা, গো মহিষাদি ধন এবং সোনা রূপা রত্ন প্রভৃতি অন্য সকল ধনের সমা-ধানও হল ব্রজজনদের সহিত। সকল ব্রজবাসিরই জ্ঞান হল তাঁরা কৃষ্ণের পিছনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, এইরূপে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের কথা সুখে শুনতে পেলেন, এইরূপ ধ্বনিত হচ্ছে॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যথোপজোষং যথাসুখম্। নন্থ, ক্রোশত্রয়মাত্রস্য গোবর্দ্ধনস্য তলে সর্ব্বব্রজস্থাঃ কথং মান্ত। উচ্যতে, ভগবৎ পাণিস্পর্শানন্দাদেব লব্ধা চিন্ত্যোজসা শ্রীগোবর্দ্ধনেন কুপিতেন্দ্র-প্রক্ষিপ্ত কুলিশশতঘাতমপি স্বপৃষ্ঠে কুসুমহারপ্রহারমিবানুভবতা তথা সম্যগবৃদ্ধ্যত, যথা যোজনচতুষ্টয়-প্রমাণ-ব্রজনগরস্থা জনাঃ সর্ব্বে এব গবাদি পশবশ্চ স্বতলে যথাবকাশমেব নিবাসয়ামাসিরে। অতএব হরিবংশে ভগবতোক্তং "শৈলোৎপাটন ভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজ"মিতি। কিঞ্চ, গোবর্দ্ধনোপরিস্থানাং হরিণবরাহাদীনাং পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ "স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈ"রিতি হরিবংশোক্তে স্তন্নিতস্বারূঢ়ান্ বর্ষতো মেঘানালক্ষ্য তদূর্দ্ধ শৃঙ্গাণ্যারোহতাং ন তিলমাত্রমপি কষ্টমভূদিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যথোপজোষং**—যথা সুখে। আচ্ছা, মাত্র তিনক্রোশ (৬ মাইল) গোবর্ধনের তলে সর্বব্রজস্থ জন কি করে ধরল, এরই উত্তরে বলা হয়ে থাকে—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-স্পর্শা-

২১। ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ।
বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ॥

২১। **অন্বয়ঃ** ইহ বঃ (যুষ্মাভিঃ) মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ত্রাসঃ ন কার্য্যঃ বঃ (যুষ্মাকং) বাতবর্ষভয়েন অলং (প্রয়োজনং নাস্তি) তত্ত্রাণং হি [ময়া] বিহিতং (কৃতং)।

২১। **মূলানুবাদঃ** আমার হাত থেকে পর্বত নীচে পড়ে যাওয়া হেতু আমার অনিষ্ট হবে, এরূপ আশঙ্কা করা তোমাদের উচিত নয়। অতএব ঝড় জলের ভয়ের প্রয়োজন কি? আমি তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করছি।

নন্দেই অচিন্ত্য বল লাভ হেতু শ্রীগোবর্ধন ক্রোধান্বিত ইন্দ্রের দ্বারা নিজ পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত শত বজ্রাঘাতকেও কুসুমহার প্রহারের মতই অনুভব করে এমনভাবে বিস্ফারিত হয়েছিলেন, যাতে যোজন চতুষ্টয় (৩২ মাইল) প্রমাণ ব্রজনগরস্থ জন সকলেই ও গো-মহিষাদি পশুসকল নিজতলে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। অতএব শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উক্ত হয়েছে—"গোবর্ধন উৎপাটন করে আমি এক বৃহৎ চত্বর নির্মাণ করলাম, যার মধ্যে ত্রিলোকই রক্ষা করতে সাহস করি, ব্রজের কথা আর বলবার কি আছে।" আরও, গোবর্ধনের উপরে বাসকারী হরিণ-বরাহাদি পশু-পক্ষীদের তিলমাত্রও কষ্ট হল না, কারণ হরিবংশে দেখা যায় কৃষ্ণ গোবর্ধন উঠিয়ে মেঘের সহিত মিলিয়ে ধরেছিলেন—পর্বত-নিতম্বদেশ আরূঢ় মেঘ সকলকে বর্ষণ করতে দেখে পশু-পক্ষীগণ তার উর্ধ্বে পর্বত শৃঙ্গের উপর উঠে গেল॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মম হস্তাদদ্রেঃ নিতরাং পাতনং পতনং তদাশঙ্ক্য, স্বার্থে ণিচ্। যদ্বা, ইন্দ্রাদিনা কেনাপি পাতনং তস্মাত্রাসঃ মদনিষ্টশঙ্কা বো যুষ্মাকং কার্য্যঃ কর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবতি, 'কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা' ইতি ষষ্ঠী। অতো বো যুষ্মাকং বাতবর্ষাভ্যাং ভয়েনালং, প্রয়োজনং নাস্তি। হি যস্মাত্তে-নাদ্রিধারণেন ত্রাণং বিহিতং ময়েতি শেষঃ; বো যুষ্মাভিরেব বিহিতমিতি বা। শ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চনাদিভিরিতি ভাবঃ॥ বি০ ২১॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অদ্রি নিপাতনাৎ ইতি**—আমার হাত থেকে এই পর্বত 'নি' অবশ্যই পড়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কা করো না। অথবা, ইন্দ্রাদি কেউ ঠেলে ফেলে দিবে, তার থেকে **ত্রাসঃ**—আমার অনিষ্ট আশঙ্কা **বো ন কার্যঃ**—তোমাদের করা উচিত নয়। অতএব তোমাদের **বাতবর্ষ ইত্যাদি**—ঝড়-জলের ঝাপটার ভয়ের প্রয়োজন নেই। **হি**—যেহেতু এই গোবর্ধন ধারণের দ্বারা **বঃ বিহিত**—'বঃ' আমি তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছি, বা 'বঃ' তোমরাই ব্যবস্থা করেছ, শ্রীগোবর্ধন অর্চনাদি দ্বারা, এরূপ ভাব॥ জী০ ২১॥

২২। তথানির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ॥
২৩। ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥

২২। **অন্বয়ঃ** তথা কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ(কৃষ্ণেন আশ্বাসিতানি মানসানি যেষাং তে)সধনাঃ(গোবোইন্যানি চ বিবিধদ্রব্যাণি সহিতাঃ) স ব্রজাঃ (শকট মণ্ডলী সহিতাঃ) সোপজীবিনঃ যথাবকাশং গর্ত্তং নির্বিবিশু।

২৩। **অন্বয়ঃ** তৈঃ ব্রজবাসিভিঃ বীক্ষ্যমাণঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] ক্ষুত্তৃড্ব্যথাং (ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং যা ব্যথাতাম্) সুখাপেক্ষাং (শয়নাদি তদপেক্ষাঞ্চ) হিত্বা অদ্রিং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং) দধার সপ্তাহং (ধারয়ামাস) পদাং ন অচলৎ।

২২। **মূলানুবাদঃ** সেই প্রকার কথার চাতুরিতে ও লীলায় গোবর্ধন ধারণে সর্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের দ্বারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত মনা গোপগণ গোধনাদি, শকটমণ্ডলী ও ভৃত্য পুরোহিতাদি সহিত গিরিগর্তে প্রবেশ করলেন।

২৩। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা জনিত ক্লেশ ভুলে গিয়ে ৭ দিন ধরে এই গোবর্ধন ধরে ছিলেন এক পা-ও টলেন নি। ব্রজবাসিগণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে থাকলেন অবাক হয়ে।

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা :** তথা তেন প্রকারেণোক্তিচাতুর্য্যেণ সাক্ষাদ্বামকরে লীলয়া গিরিধারণেন চ কৃত্বা কৃষ্ণেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকাদ্ভুতানন্তলীলেন ভগবতা আশ্বাসিতানি সান্ত্বিতানি মানসানি যেষাং তে; ধনানি গাবোইন্যানি চ বিবিধদ্রব্যাণি, তৎসহিতাঃ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তথা**- সেই প্রকারে উক্তি চাতুর্যে ও সাক্ষাৎ বাম হাতে অনায়াসে পর্বত ধারণে **কৃষ্ণেন**—সর্বচিত্তাকর্ষক অদ্ভুত অনন্ত লীল কৃষ্ণের দ্বারা **আশ্বাসিত**—সান্ত্বনা প্রাপ্ত মনা গোপগণ (প্রবেশ করলেন) **সধনাঃ**—গোধন ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য-সকল সহ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সব্রজাঃ শকটমণ্ডলীসহিতাঃ। সোপজীবিনঃ ভৃত্যপুরোহিতাদি সহিতাঃ॥ বি০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সব্রজাঃ**—শকট মণ্ডলী সহিত। **সোপজীবনঃ**—ভৃত্য-পুরোহিতাদি সহিত॥ বি০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং যা ব্যথা তাং, সুখং শয়নাসনাদি, তদপেক্ষাঞ্চ হিত্বা বিস্মৃত্যেতর্থঃ। তৈস্তদেকজীবনৈঃ তদ্বীক্ষণৈকসুখৈর্বা ব্রজবাসিভির্গোপগোপী-গবাদিভিঃ, বিশেষেণ মহাবিস্ময়-পরমস্নেহাদিনা ঈক্ষ্যমাণঃ, ইতি তত্ত্যাগে কারণং প্রয়োজনঞ্চ; ক্ত্বা-প্রত্যয়শ্চ বীক্ষণারম্ভ এব

তদপগমাৎ, তদ্বীক্ষণস্য চ তদ্ধারণে সাহায্যমেব দর্শিতম্। তেন মুহুঃ স্ফীতমনস্ত্বাৎ। তথৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি —"কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্। ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ॥ গোপগোপী-জনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ॥" ইতি; যদ্বা, হিত্বেতি কৃষ্ণকর্তৃকং জ্ঞেয়ম্। অনেনেক্ষণেন তমোঽপি তত্র নাসীদিতি গম্যতে। পদাদেকস্মাদপি পদাক্রমণস্থানান্নাচলদিতি ধারণেঽত্যন্তানায়াস উক্তঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ক্ষুত্তৃড্ব্যথা**—ক্ষুধা তৃষ্ণার যা ব্যথা তার ও **সুখং**—শোয়া-বসার সুখ, তার অপেক্ষাও **হিত্ব**া—ত্যাগ করে অর্থাৎ ভুলে গিয়ে। **তৈব্রজাবাসিভিঃ**—'তৈঃ' তদেক জীবন, বা একমাত্র তাঁর দর্শনেই সুখী ব্রজবাসি-গোপগোপী-গো প্রভৃতি **বীক্ষ্যমান্**—'বি' বিশেষ ভাবে মহাবিস্ময় ও পরম স্নেহাদিতে ঈক্ষমান্' এই ব্যাপার দেখতে থাকল, ইহাই কৃষ্ণের সুখ-দুঃখ ভোলার কারণ—ইহাই প্রয়োজনও [হিত্বা] ক্ত্বা-প্রত্যয় প্রয়োগে দেখান হল—বীক্ষণ আরম্ভেই সুখ-দুঃখ দূর হওয়া হেতু এঁদের বীক্ষণও অর্থাৎ দেখাটাও গোবর্ধন ধারণে সাহায্য করছিল, তার দ্বারা কৃষ্ণ মুহুর্মুহু উৎফুল্লিত মনা হওয়া হেতু। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এইরূপই আছে—"ব্রজৈকবাসিগণের দ্বারা প্রীতি বিস্ফারিত নয়নে নিরীক্ষিত কৃষ্ণও সেই গোবর্ধন অতি নিশ্চলভাবে ধারন করলেন। হৃষ্ট, প্রীতি বিস্ফারিত নয়ন গোপগোপী জনের দ্বারা স্তূয়মান্ চরিত কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করলেন"। অথবা, **হিত্বা ইতি**—কৃষ্ণ সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে ধারণ করে থাকলেন—এঁদের প্রীতি বিস্ফারিত নয়নের চাউনিতে 'তমো' সুখদুঃখাদি কৃষ্ণ থেকে দূরে চলে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। **নাচলৎ পদাৎ**—'পদাৎ' এক পা'ও—যে স্থানে পা স্থাপিত হয়েছে, সেই স্থান থেকে এক পা-ও নড়লো না, ধারনে অত্যন্ত অনায়াস উক্ত হল॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ক্ষুত্তৃড্ব্যথাং হিত্বেতি তন্নিরন্তরদর্শনানন্দাদেব। যদুক্তং বৈষ্ণবে "ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ। গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ। সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ"॥ কৃষ্ণোঽত্র সর্ব্বাভিমুখোবভূবেতিবোধ্যম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যলাবণ্যপীযূষপানেন ব্রজৌকসাং প্রেয়সী সৌন্দর্য্যাদি তৎপানেন কৃষ্ণস্য চ ক্ষুধাদি বিগমোঽভবদিতি। অত্র সপ্তাহ ব্যাপিন্যা সাম্বর্ত্ত-কমেঘবৃষ্ট্যাপি যন্মাথুরং মণ্ডলং ন মমজ্জ, তৎ খলু ভগবচ্ছক্ত্যৈব সদ্যঃ পয়ঃ শোষণাদিতি জ্ঞেয়ম্, তথা ষষ্টিঘটিক স্যৈব কালস্য দিবসত্বাৎ ঘটিতি প্রসিদ্ধা ঘটিকাগণনেনৈব ব্রজজনানাং সপ্তদিবসজ্ঞানমভূদিত্যপি জ্ঞেয়ম্॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ক্ষুধা তৃষ্ণার ব্যথা ভুলে গিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ দর্শন আনন্দ হেতু। ইহা বিষ্ণুপুরাণে যেমন বলা আছে—"অনন্য ব্রজবাসিগণের দ্বারা প্রীতি বিস্ফারিত নয়নে নীরিক্ষিত কৃষ্ণও অতি স্থিরভাবে পর্বত ধরে রাখলেন। হর্ষ-প্রীতিতে বিস্ফারিত নয়ন গোপগোপীজনের দ্বারা স্তূয়মান্-চরিত কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারন করলেন।" কৃষ্ণ এখানে 'সর্বাভিমুখ' হলেন (গীতা) এরূপ বুঝতে হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য-লাবণ্যামৃত পানে ব্রজবাসিদের এবং প্রেয়সীর সৌন্দর্য্য-লাবণ্যামৃত পানে কৃষ্ণের ক্ষুধাদি দূর হয়ে গেল। এখানে সপ্তাহ ব্যাপি সাম্বর্তক মেঘের বৃষ্টিতেও যে মথুরা মণ্ডল ডুবে গেল না, তা শ্রীকৃষ্ণের

২৪। কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥
২৫। খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্।
নিশম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ॥

২৪। অন্বয়ঃ ইন্দ্রঃ তং (গোবর্দ্ধনধারণরূপং) কৃষ্ণযোগানুভাবং নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) অতিবিস্মিতঃ নিস্তম্ভঃ (নষ্টমদঃ) ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ (নিবারয়ামাস)।

২৫। অন্বয়ঃ ব্যভ্রং (মেঘশূন্যং) উদিতাদিত্যং (উদিতসূর্য্যং) খং (আকাশং) দারুণং বাতবর্ষং উপারতং (নিবৃত্তং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) গোবর্দ্ধনধরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপান্ অব্রবীৎ।

২৪। মূলানুবাদঃ দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তিবিশেষের প্রভাব দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন, ব্রজধ্বংসরূপ-সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট নষ্টগর্ব ইন্দ্র তখন নিজের বায়ু ও মেঘগণকে নিবারণ করলেন।

২৫। মূলানুবাদঃ অতএব দারুণ ঝড়-জল থেমে গেল, আকাশ মেঘ নির্মুক্ত হল, সূর্য নয়ন-গোচর হল। এ দেখে গোবর্দ্ধনধারী গোপগণকে বললেন।

ইচ্ছাশক্তিতে সদ্য জল শুকিয়ে যাওয়াতেই, এরূপ বুঝতে হবে। ছয় ঘটিকা (আড়াই দণ্ড) কালের এক দিবস বলে প্রসিদ্ধি—এরূপ সাতদিন ব্রজবাসিদের নিকট এক মুহূর্ত বলে অনুভূত হল, এরূপ বুঝতে হবে॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কৃষ্ণস্য যোগঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষস্তস্যানুভাবং প্রভাবং নিশম্য দৃষ্ট্বা। তথা চ বিশ্বঃ—'শ্রুতৌ দৃষ্টৌ নিশমনম্' ইতি। নিস্তম্ভো নষ্টমদঃ। কুতঃ? ভ্রষ্টঃ অধোগতঃ সঙ্কল্পো গোষ্ঠজিঘাংসালক্ষণো যস্য সঃ। স্বান্ মরুদ্গণান্ মেঘাংশ্চানিবারণে। স্বানিষ্টাপত্তেরিতি ভাবঃ। সং-শব্দেন দূরতোঽপি স্থিতির্নিবারিতা॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণযোগানুভাবং—কৃষ্ণের 'যোগ' স্বাভাবিক শক্তিবিশেষের 'অনুভাব' প্রভাব, **নিশম্য**—দেখে [তথা চ বিশ্ব—'শ্রুতৌ, দৃষ্টৌ, নিশমনম্'] **নিস্তম্ভঃ**—নষ্ট গর্ব। কি করে? **ভ্রষ্টসংকল্প**—'ভ্রষ্ট' অধোগতি, ব্রজধ্বংসরূপ সঙ্কল্প ভ্রষ্ট (ইন্দ্র)। **স্বান্**—নিজ মরুৎ-গণকে ও মেঘগণকে নিবারিত করলেন—তা না করলে নিজ অনিষ্ট উপস্থিত হবে, এই ভয় হেতু॥ জী২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নিস্তম্ভো নষ্টমদঃ ন্যবারয়দিতি ন জানেঽদ্য কৃষ্ণোমহ্যং কং দণ্ডং দাস্য-তীত্যতিভয়াৎ॥ বি০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিস্তম্ভ—নষ্টগর্ব, ইন্দ্র মেঘগণকে নিবারণ করলেন—জানি না কৃষ্ণ আমাকে আজ কি দণ্ড দেন, এই ভয় হেতু॥ বি০ ২৪॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতএবোদিতঃ দৃষ্টিপথং গত আদিত্যো যস্মিংস্তৎ; দারুণং ভীষণমুপরতং নিবৃত্তম্, অত্র চ নিশম্য দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। উপারতং বাতবর্ষমিতি স্বয়মেব বিজ্ঞাপনাৎ। দর্শনঞ্চ তির্য্যক্কৃতহস্তেন গিরিং ধৃত্বেতি জ্ঞেয়ম্। গোবর্দ্ধনধর ইতি—শ্রীশুকদেবস্য সোৎসাহ-নিজস্ফূর্ত্তিময়ং বাক্যম্॥

২৬। নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥
২৭। ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ॥

২৬। অন্বয়ঃ গোপাঃ বাতবর্ষমিতি উপারতং (নিবৃত্তং) নিম্নগাঃ (নদ্যঃ) ব্যুদপ্রায়াঃ(স্বল্পজলাঃ) [অতঃ] সস্ত্রীধনার্ভকাঃ [যূয়ং] নির্যাত (গিরিগর্ত্তাৎ নির্গচ্ছত) ত্রাসং ত্যজত।

২৭। অন্বয়ঃ ততঃ তে গোপাঃ স্বং স্বং গোধনম্ আদায় শকটোঢ়োপকরণং (শকটৈঃ উঢ়ানি গৃহোপকরণানি যত্র তদ্ যথা ভবতি তথা এব সহিতা) নির্যযুঃ স্ত্রীবালস্থাবরাঃ শনৈঃ (মৃদুগত্যা) নির্যযুঃ।

২৬। মূলানুবাদঃ হে গোপগণ! ঝড়-জল থেমে গিয়েছে, নদীর জল কমে গিয়েছে, আর ভয় নেই—স্ত্রী-বালক ও ধন সম্পত্তি নিয়ে বাইরে চলে এস।

২৭। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণের কথা মতো গোপগণ নিজ নিজ গোধন নিয়ে ও শকটে করে ধন সম্পত্তি প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। পরে স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন।

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতএব **উদিতঃ আদিত্যং খং**—সূর্য আকাশে নয়নগোচর হল। **দারুণম্ ইত্যাদি**—ভীষণ ঝড় জল থেমে গিয়েছে, **নিশম্য**—দেখে। ঝড় জল থেমে গিয়েছে-যে, একথা কৃষ্ণ নিজেই বললেন, দেখাটাও হল তেরছা করা হাতে পর্বত ধরা অবস্থাতেই। 'গোবর্ধন-ধর' ইহা শ্রীশুকদেবের উৎসাহযুক্ত নিজ স্ফূর্তিময় বাক্য॥ জী০ ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** হে গোপা ইতি—ভবদ্ভির্বৃষ্টিতোঽধুনা গবাং রক্ষা কৃতেতি শ্লেষঃ। ঝটিতি নিম্নগানাং ব্যুদপ্রায়ত্বং চ নাশ্চর্য্যং, বৃষ্টানাং জলানাং পততামেব শ্রীভগবৎপ্রতাপ-তপনেন প্রায়ো বিলীনত্বাৎ; অন্যথা প্রলয়কারিমেঘৈঃ সর্ব্বাপ্লাবনং স্যাৎ; ধনানি গাবো গবাদীনি বা॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** হে গোপগণ! আপনাদের সহিত গোধন বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছি—ঝটিতি নদীর জল কমে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়—শ্রীভগবানের প্রতাপ-সূর্যের দ্বারা বৃষ্টিতে পড়া জল প্রায় অর্থাৎ অনেকাংশে উবে যাওয়া হেতু; অন্যথা প্রলয়কারী মেঘের দ্বারা গোধনাদি সর্ব কিছু ডুবে যেত। **ধন**—গোধন, বা গোধনাদি॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ব্যুদপ্রায়াঃ বিগতোদকপ্রায়া অল্পজলা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্যুদপ্রায়া**—'বি' বিগত জলপ্রায় অর্থাৎ অল্পজলা (নদী)॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ততস্তাদৃশ-গিরিধারণ-তাদৃশ-বচনানন্তরম্। তে ইতি—তথা তথা ভগবদঙ্গীকারেণ নির্জিতমহেন্দ্রাস্তদেকজীবনাশ্চ যে তাদৃশা ইত্যর্থঃ। উপকরণং ধনাদিকং, স্ত্র্যাদয়শ্চ শনৈর্নির্যযুঃ, শৈঘ্র্যেণ সংমর্দ্দাপত্তেঃ॥ জী০ ২৭॥

২৮। ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥

২৯। তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ॥

২৮। অন্বয় ঃ প্রভুঃ ভগবান্ অপি সর্বভূতানাং পশ্যতাং লীলয়া(অনায়াসেন) তং শৈলং(গোবর্দ্ধনং) পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে স্থাপয়ামাস।

২৯। অন্বয় ঃ প্রেমবেগাৎ নিভৃতাঃ (পূর্ণাঃ) ব্রজৌকসঃ তং (শ্রীকৃষ্ণং) যথা (যথোচিতং) পরিরম্ভণাদিভিঃ (আলিঙ্গনাদিভিঃ) সমীয়ুঃ (মিলিতবন্তঃ) গোপ্যঃ চ সস্নেহং মুদা (হর্ষেণ) অপূজয়ৎ [তথা] দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ (মঙ্গলদ্রব্যৈঃ) সদাশিষঃ (আশীর্ব্বাদান্) যুযুজুঃ (চক্রুঃ)।

২৮। মূলানুবাদ ঃ প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সকলের চোখের সামনে অনায়াসে সেই পর্বত পূর্ববৎ স্বস্থানে স্থাপন করলেন।

২৯। মূলানুবাদ ঃ ব্রজবাসিগণ সকলেই কৃষ্ণের নিকট এসে প্রেমবেগভরে যথাযোগ্য আলিঙ্গন, আশীর্বাদ, মস্তক চুম্বন, পাদগ্রহণাদি করতে লাগলেন। বাৎসল্যবতী গোপীগণও পরমানন্দে সস্নেহে দধি-আতপ চাল প্রভৃতি দ্বারা সম্মান করত শুভ আশীর্বাদ করলেন।

২৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ ততঃ—অতঃপর তাদৃশ গিরিধারণ ও তাদৃশ কথার পর। **তে গোপাঃ**—সেই গোপগণ, 'তে' পদের ধ্বনি কৃষ্ণের দ্বারা সেইরূপ সেইরূপ অঙ্গীকার অনুসারে ইন্দ্রকে পরাজিত করা হল যাঁদের রক্ষার জন্য, যাঁরা একমাত্র কৃষ্ণগত প্রাণ 'সেই' গোপগণ। **উপকরণং** ধন সম্পত্তি প্রভৃতি। স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন—কারণ তাড়াতাড়ি করলে পদদলিত হওয়ার সম্ভাবনা॥ জী° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শকটৈরারূঢ়ান্যুপকরণানি যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা নির্জগ্মুঃ॥ বি° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শকটোঢ়োকরণং ইতি—জিনিষপত্র সব শকটে উঠিয়ে গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়লেন গোপগণ॥ বি° ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ গোপাদয়ো নির্যযুঃ ভগবানপি তং স্থাপয়ামাসেত্যপি শব্দার্থঃ। তত্র স্বস্থান ইতি—স্থানাত্যয়ো নিষিদ্ধঃ। পূর্ব্ববদিতি—পর্ব্বত-বৈপরীত্যাদিকং নিরস্তম্। প্রভুরিতি—তত্র শক্তিদর্শিতা। অতএব লীলয়া সর্ব্বেষাং মনোহারিণ্যা অনায়াসচেষ্টয়া, অতএব বিস্ময়েনানন্দেন চ সর্ব্বভূতানাং ব্রজস্থানাং দিবিষ্ঠানাঞ্চ পশ্যতামিতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী॥ জী° ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'অপি' শব্দের ধ্বনি—গোপাদি সকলে বেরিয়ে এলে ভগবানও পর্বত **স্থাপয়ামাস**—নামিয়ে রাখলেন। 'স্বস্থান' বলবার উদ্দেশ্য স্থান ব্যতিক্রম হয়েছে

এরূপ ধারণা নিরস্ত করা। 'পূর্ববৎ' বলার উদ্দেশ্য, বিপরিত মুখ করে বসান হয়েছে, এরূপ ধারণাও নিরস্ত করা। 'প্রভু' পদে সে বিষয়ে শক্তি দেখান হল। অতএব লীলয়া—সকলের মনোহারিণী অনায়াস চেষ্টায়। অতএব বিস্ময়ানন্দে **সর্বভূতানাং**—ব্রজের সর্বজন ও স্বর্গের দেবতাগণ দেখতে থাকলে ।। জী০ ২৮ ।।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অধুনা পরমহর্ষেণ শ্রীভগবতা সহ সর্ব্বেষাং তত্রত্যানাং সমাগমঞ্চ বদন্ প্রেমোদ্রেকেণ গায়ন্নিবাহ—তমিতি। গোষ্ঠরক্ষার্থং ধৃত-গোবর্দ্ধনম্; যদ্বা, প্রকটিতৈশ্বর্য্যমপি ব্রজৌকসঃ সর্ব্বে ব্রজবাসি-জনাঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুঃ মিলিতবন্তঃ। তত্র হেতুঃ—প্রেম্ণো বেগঃ স্বনিমিত্তকপ্রয়াসেন উদ্রেকঃ, তস্মাত্তেনেত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন শুভাশীর্ব্বাদ-শ্রীমস্তকাঘ্রাণচুম্বন-পাদগ্রহণ-বামবাহুসম্মর্দ্দন-তদঙ্গুলিস্ফোটনস্তবন-শ্রম-দুঃখাভাব-প্রশ্নাদয়ঃ। যথা যথোচিতং গুরু-সমলঘুবর্গভেদৈঃ। সস্নেহং যথা স্যাত্তং বা সস্নেহম্; আশিষঃ—'দুষ্টান্ দময়, শিষ্টান্ পালয়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসেবিতো ভব, নিজজনানানন্দয়' ইত্যাদ্যাঃ ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেখানকার সকলের পরমানন্দে যে মিলনোৎসব, তা বলতে গিয়ে প্রেমোদ্রেকে যেন গান গাইছেন, এইভাবে বলছেন শ্রীশুকদেব—তম্ ইতি। **তম্**—সেই কৃষ্ণকে,—যিনি ব্রজ রক্ষার জন্য গোবর্ধন ধারন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৭ দিন। অথবা, 'তম্ সেই কৃষ্ণকে, যিনি ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেও সম্ভ্রমে দূরে না থেকে ব্রজবাসিজন সকলেই আলিঙ্গনাদির সহিত মিলিত হলেন, এখানে হেতু **প্রেমবেগ**—প্রেমের 'বেগ' আত্মপ্রয়োজন-মূলক প্রয়াসে উদ্রেক, সেই হেতু তার দ্বারা পূর্ণ, এরূপ অর্থ। আদি শব্দে শুভ আশীর্বাদ শ্রীমস্তকের ঘ্রাণ নেওয়া, চুম্বন, পাদগ্রহণ, বামবাহু আদরের সহিত মর্দন, কৃষ্ণের অঙ্গুলি ফুটিয়ে দেওয়া, স্তবন, শ্রম-দুঃখাভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নাদি। **যথা**—যথোচিত, গুরু-সম, লঘুবর্গ ভেদে। **সস্নেহং**—সস্নেহ যাতে হয়, সেইভাবে বা সস্নেহ আলিঙ্গনাদি। **আশীষঃ**—আশীর্বাদ, দুষ্টের দমন কর, শিষ্টের পালন কর, সর্ব ঐশ্বর্যের দ্বারা সেবিত হও, নিজ জনদের আনন্দ দান কর ইত্যাদি ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ। যথা যথোচিতং গুরু-সম-লঘুবর্গভেদৈঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুর্মিলিতবন্তঃ। আদিশব্দাৎ শুভাশীর্ব্বাদ-মস্তকাঘ্রাণ-চুম্বন-বামবাহু-সংমর্দ্দন-তদঙ্গুলিস্ফোটন-স্তবন-শ্রমদুঃখাভাব প্রশ্নাদয়ো গুরুবর্গস্য। হাস্য পরিহাসাদয়ঃ সমবর্গস্য। পাদপতন পাদসংমর্দ্দনাদয়ো লঘুবর্গস্য জ্ঞেয়াঃ। গোপ্যোবৎসলাঃ চকারাৎ পুরোহিতপত্ন্যঃ। দধ্যাদিভির্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ অপূজয়ন্ সংমানয়ামাসুঃ। শুভাশিষঃ—দুষ্টান্ দময়, শিষ্টান্ পালয়, পিতরাবানন্দয়, ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্নো ভবেত্যাশিষো যুযুজুর্যোজয়ামাসুঃ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নিভৃতাঃ**—পূর্ণ। **যথা**—বড়-সম-ছোট ভেদে আলিঙ্গনাদি সহকারে মিলিত হলেন গোপগণ,'আদি' শব্দে বড়দের শুভাশীর্বাদ—মস্তকাঘ্রাণ-চুম্বন-বামবাহু সংমর্দদন-বাহাতের অঙ্গুলি ফুটানো-স্তবন-শ্রমদুঃখ অভাব সম্বন্ধে প্রশ্নাদি, সমান সমানদের হাস্য পরিহাসাদি, আর

৩০। যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্যযুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥

৩০। অন্বয়ঃ যশোদা রোহিণী নন্দঃ বলিনাং বরঃ রামঃ (বীরশ্রেষ্ঠরামঃ) চ স্নেহ কাতরাঃ কৃষ্ণম্ আলিঙ্গ্য আশিষঃ যুযুজুঃ (চক্রুঃ)।

৩০। মূলানুবাদঃ যশোদা-রোহিণী-নন্দ ও মহাবলবান্ শ্রীবলরাম স্নেহে কাতর হয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে করতে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

ছোটদের পায় পড়া-পাদ সংমর্দনাদি, এরূপ বুঝতে হবে। **গোপ্যশ্চ**—বাৎসল্যবতী গোপীগণ, 'চ' কার হেতু পুরোহিত পত্নীগণ। **দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ**—দধি-আতপ চাল প্রভৃতি দ্বারা **অপূজয়ন্**—সম্মান করলেন। **সদাশিষ**—শুভ আশীর্বাদ, যথা দুষ্টদের দমন কর, শিষ্টদের পালন কর, পিতা মাতাকে আনন্দ দান কর, ধন-ঐশ্বর্য সম্পন্ন হও, এরূপ আশীর্বাদ **যুযুজুঃ**—জুড়ে দিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে অর্থাৎ কৃষ্ণকে এইরূপ আশীর্বাদ করলেন॥ বি০ ২৯॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গোপগোপ্যাদ্যপেক্ষয়া পশ্চাৎ স্থিতানাং পরমস্নিগ্ধানাং মাত্রাদীনাং সঙ্গতিমাহ—যশোদেতি; শ্রীযশোদাসাহচর্য্যেণ শ্রীনন্দস্যাদরবিশেষেণ বা তস্মাৎ প্রাক্ শ্রীরোহিণ্যা নির্দ্দেশঃ। বলিনাং বর ইতি—যদ্যপি তস্যাপি গোবর্দ্ধনধরণসামর্থ্যমস্তি, শেষরূপেণ স্বাংশেন মূর্দ্ধ্নৈকদেশে হেলয়া পৃথ্বী-ধারণাৎ, তথাপি তত্রাপ্রবৃদ্ধিস্তদ্বিধ-লীলায়াস্তদভীষ্টত্বাদিতি ভাবঃ; যদ্বা, বলিনাং বর ইতি নির্ভরগাঢ়ালিঙ্গনমভিপ্রেতি, স্নেহাতিশয়েন প্রভাব জ্ঞানেন চ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায়াং সম্মত্যা মৌনং, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদৌ তৎকীর্ত্ত্যপেক্ষয়া বা সাহায্যমিতি পূর্ব্বং তন্নামাশ্রবণমিতি জ্ঞেয়ম্। আশিষঃ—'এবং চিরমস্মান্ পালয়, সদা সুখী ভব, নিত্যং পূর্ণমনোরথ এধস্ব' ইত্যাদ্যাঃ। স্নেহেন কাতরা অধীরাঃ সন্তঃ। অত্র প্রাচীন-গোবর্দ্ধনধরপ্রতিকৃতৌ ক্বচিদ্দৃশ্যতে—মাতৃভ্যাং নবনীতাদি-সমর্পণং পিতা-ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ শিরসা শ্রীগোবর্দ্ধনাবষ্টম্ভনাদিকমিতি; তচ্চ স্নেহকাতরা অধীরা ইত্যনেন সূচিতমিত্যবগম্যতে॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গোপগোপীদের অপেক্ষায় পিছনে স্থিত পরমস্নিগ্ধ মা-আদির মিলন বলা হচ্ছে—যশোদা ইতি। রোহিণী যশোদার সখী বলে সদা দুজনে এক সঙ্গেই থাকেন তাই তাঁর নামের উল্লেখও একসঙ্গে হওয়া সমীচীন বলে, বা রোহিণী নন্দের বিশেষ আদরের পাত্রী বলে নন্দ নামের আগেই রোহিণী নামের উল্লেখ। **বলিনাং বর**—(রাম) মহাবলবান্, শ্রীবলরাম তাঁর স্বাংশ শেষ-রূপে মস্তকের একদেশে অনায়াসে পৃথিবী ধারণ হেতু বুঝা যাচ্ছে তিনি মহাবলবান্; তথাপি তাঁর যে গোবর্ধন ধারণে অপ্রবৃত্তি, তা তদ্বিধ লীলায় কৃষ্ণের অভীষ্টতা থাকা হেতু। অথবা 'বলিনাং বর' এই বাক্যের অভিপ্রায় হল, বলরাম-যে স্নেহাতিশয়ে ও প্রভাব জ্ঞানে অতি গাঢ় আলিঙ্গন করলেন, তাই প্রকাশ করা—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে সম্মতি হেতু বলরাম মৌন ধরে থাকলেন। বা গোবর্ধন ধরণাদিতে কৃষ্ণের কীর্তি প্রয়োজনে মৌনতাই আনুকূল্য। তাই পূর্বে বলরামের নাম অশ্রবণ, এরূপ বুঝতে হবে। **আশিষঃ**—

৩১। দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব॥

৩১। অন্বয়ঃ [হে] পার্থিব! (রাজন্!) দিবি (স্বর্গস্থিতাঃ) দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ গন্ধর্ব্বচারণাঃ তুষ্টাঃ (সন্তুষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) তুষ্টুবুঃ (কৃষ্ণস্য স্তবং চক্রুঃ) পুষ্পবর্ষাণি (চ) মুমুচুঃ।

৩১। মূলানুবাদঃ ওহে মর্তরাজ! তখন স্বর্গস্থিত দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও চারণগণ পরমানন্দিত হয়ে স্তুতি ও পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

এইরূপে চিরকাল আমাদিকে পালন করতে থাক, সদা সুখী হও, নিত্য পুর্ণমনোরথ লাভ কর ইত্যাদি প্রকার আশীর্বাদ করলেন, স্নেহে অধীর হয়ে। এই প্রদেশে প্রাচীন গোবর্ধনধারী কৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে কোথাও দেখা যায়—মাতাদি কৃষ্ণকে নবনীত খাওয়াচ্ছেন, পিতা ভাই বন্ধু মাথায় গোবর্ধন ধারণ করে আছেন ইত্যাদি ভাবের দৃশ্য।—এঁরা যে স্নেহ কাতর, তা এই সব প্রতিকৃতিতেও প্রকাশিত, এরূপ বুঝতে হবে॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নিজমাত্রাদীনাং ত্বতিবিশেষমাহ—যশোদেতি। রামশ্চেতি তস্যাপি বাৎসল্যবদ্বর্গে নির্দেশো জ্যেষ্ঠত্বাদেব নানুপপন্নঃ। ননু, পরমস্নেহবতা তেন শেষাখ্যস্বাংশেন পৃথ্বীমপি দধতা স্বানুজস্য গোবর্দ্ধনধারণে কথং মাহাত্ম্যং নাচরিতম্। উচ্যতে, ইন্দ্রমখভঙ্গ গোবর্দ্ধনমখপ্রবর্ত্তনয়োর্ময়ৈব কৃতত্বাদহমেব গোবর্দ্ধনং ধৃত্বা ব্রজং রক্ষিষ্যামি "সোঽয়ং মে ব্রত আহিত" ইতি তদীয় সংকল্পস্য তদংশেন রামেণান্যথা কর্ত্তুমনৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ। তদিচ্ছয়ৈব তদংশেষু যথোপযোগিতদীয়শক্ত্যুদয়াচ্চেত্যগ্রিমগ্রন্থেঽপি যথাস্থানং সিদ্ধান্তয়িষ্যতে ইতি। অত্র প্রাচীন শ্রীগোবর্দ্ধনধরপ্রতিকৃতৌ ক্বচিদ্দৃশ্যতে,—মাতৃভ্যাং নবনীতাদি সমর্পণং পিত্রা ভ্রাত্রাচ শিরসা গোবর্দ্ধনাবষ্টম্ভনাদিকমিতি। তৎ স্নেহকাতরা ইত্যনেন সূচিতমবগম্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী॥ বি০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিজ মা-বাপ প্রভৃতির অতিবিশেষ বলা হচ্ছে, যশোদা ইতি। **রামশ্চ ইতি**—রামেরও বাৎসল্যরসগত দলে নির্দেশ জ্যেষ্ঠ বলে, ইহা অসঙ্গত নয়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পরম স্নেহবান্ তাঁর দ্বারা শেষাখ্য স্বাংশরূপে পৃথিবীও ধৃত হয়ে আছে, তবে কেন ছোট ভাই-এর গোবর্ধনধারন সময়ে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করলেন না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ ও গোবর্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্তন আমারই কর্ম হওয়া হেতু আমিই গোবর্ধন ধারণ করত ব্রজবাসিদের রক্ষা করব—'এই নিয়মই আমি ধারণ করেছি' কৃষ্ণের এইরূপ সঙ্কল্প তার অংশ রামের পক্ষে অন্যথা করা অনুচিত ও অশক্য হওয়া হেতু রাম করলেন না, কারণ কৃষ্ণেরই সর্বশক্তিমত্ত্বা এবং কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই তার অংশে যথোপযোগী তদীয় শক্তির উদয় হয়। আগের আগের শ্লোকেও যথাস্থানে এইরূপই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই দেশে প্রাচীন শ্রীগোবর্ধনধারির প্রতিকৃতিতে কোথাও কোথাও দেখা যায়,—যশোদা-রোহিণী নবনীত অর্পণ করছেন, আর পিতা-ভাই মস্তকে গোবর্ধন ধরে আছেন। **স্নেহ কাতরাঃ**—তাদের স্নেহ কাতরতা এই প্রতিকৃতিতেই প্রকাশিত হচ্ছে। —বৈষ্ণবতোষণী॥ বি০ ৩০॥

৩২। শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥

৩২। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ! দিবি (স্বর্গে) দেবপ্রচোদিতাঃ (দেবৈঃ বাদিতাঃ) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ তুম্বুরুপ্রমুখা গন্ধর্ব্বপতয়ঃ জগুঃ (গীতং চক্রুঃ)।

৩২। মূলানুবাদঃ হে নৃপ! স্বর্গে দেবতাগণ পরমানন্দে বিচিত্রভাবে শঙ্খ-দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ গান করতে লাগলেন।

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ন কেবলং ব্রজৌকসাং, দেবানামপি প্রহর্ষো জাত ইত্যাহ —দেবীতি দ্বাভ্যাম্। নন্বিন্দ্রস্য মদভঙ্গদুঃখেইপি তাদৃশে কথং তে তথাইকুর্ব্বত? তত্রাহ—তুষ্টাঃ। দুর্ম্মদেনাকৃত্যে প্রবৃত্তস্যেন্দ্রস্য মানভঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণস্য চ মধুরতরক্রীড়া-প্রদর্শনেন হর্ষোদয়াদিত্যর্থঃ। হে পার্থিবেত্যাশ্চর্য্যেণ সম্বোধনং, দেবেন্দ্রস্য দুঃখেইপি তেষাং প্রহর্ষাৎ। যদ্বা, রাজ্ঞোইপেক্ষয়া প্রজানাং দেশাধিকারিণোইনপেক্ষাবত্তেষাং শ্রীভগবদপেক্ষয়া শক্রানপেক্ষা যুক্তৈব, তচ্চ ত্বয়া জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। মদভঙ্গেন ত্বিন্দ্রস্যাপি তত্র ন ক্রোধ ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কেবল যে ব্রজবাসিদেরই, তাই নয় দেবতাদেরও পরমানন্দ জাত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দিবি ইতি দুটি শ্লোকে। আচ্ছা, নন্দের গর্বনাশ দুঃখেও দেবতারা কি করে তাদৃশ কৃষ্ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন? এরই উত্তরে—তারা তুষ্ট হলেন—অতি গর্বে অকার্যে প্রবৃত্ত ইন্দ্রের মানভঙ্গে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরতর ক্রীড়া-প্রদর্শনে হর্ষোদয়াদি হল তাঁদের, এরূপ অর্থ। **হে পার্থিব!**—হে মর্ত রাজন্! অতি আশ্চর্যে শ্রীশুকদেব এইরূপে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন—দেবরাজের দুঃখেও তারই প্রজা দেবতাদের অতিশয় আনন্দ হেতু আশ্চর্য। অথবা, রাজার অপেক্ষায় ক্ষুদ্র দেশাধিকারিদের অপেক্ষা না করার মতো সেই দেবতাদের শ্রীভগবানের অপেক্ষায় ইন্দ্রকে অপেক্ষা না করা যুক্তিযুক্তই বটে, আর এ-তো রাজা আপনার জানাই আছে, এরূপ ভাব। মানভঙ্গে কিন্তু ইন্দ্রেরও কোনও ক্রোধ হয় নি, এরূপ জানতে হবে॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ব্রজৌকসো যথা জহ্রষুস্তথা দেবা অপীত্যাহ—দিবীতি॥ বি০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্রজবাসিগণ যেমন পরমানন্দিত হলেন, তেমনই হলেন দেবতাগণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দিবি ইতি॥ বি০ ৩১॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ দেবৈঃ প্রকর্ষেণ বিচিত্রতয়া বাদিতা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, স্বয়মেব নৃত্যাচরণাদিনা প্রেরিতা বাদকদ্বারা প্রবর্ত্তিতাঃ সন্তঃ। দিবীতি—পুনরুক্তিঃ ইন্দ্রভয়াভাবেন দিব্যেব তেষাং তত্তদাচরণস্য বোধার্থম্। হে নৃপেতি—প্রহর্ষেণ যথা ভবদ্বিধস্য রাজ্ঞো মহোৎসব ইতি বা॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ দেবপ্রচোদিতাঃ—দেবতাগণের দ্বারা পরমানন্দে বিচিত্র ভাবে বাদিত (শঙ্খ প্রভৃতি), এরূপ অর্থ। অথবা, দেবগণের নিজেদেরই নৃত্য-আচরণাদির দ্বারা

৩৩। ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো রাজন্ সগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোবর্দ্ধনধারণ নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

৩৩। অন্বয়ঃ [হে] রাজন্! ততঃ সবলঃ (বলরামেন সহিতঃ) হরিঃ অরক্তৈঃ (অনুরক্তৈঃ) পশুপৈঃ (অনুচরৈঃ গোপৈঃ) পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতঃ) সগোষ্ঠম্ অব্রজৎ। গোপিকাঃ চ হৃদিস্পৃশঃ অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তথাবিধানি কৃতানি (আচরিতানি) মুদিতাঃ গায়ন্ত্যঃ ঈয়ুঃ (ব্রজং জগ্মুঃ)।

৩৩। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! অতঃপর বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত গোপালদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ব্রজে নন্দালয়ে গিয়ে পৌছলেন—সঙ্গের কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন গোপীগণ পরমানন্দে কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ লীলা গাইতে গাইতে চলছিলেন।

প্রেরিত বাদক দ্বারা উত্তেজিত হয়ে শঙ্খ প্রভৃতি বাজতে লাগল। **দিবি**—এই পদটির পুনরুক্তি হল, ইন্দ্রের ভয় অভাবে স্বর্গেই তাঁদের সেই সেই আচরণ যে হল, তাই বোঝাবার জন্য। **হে নৃপ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি, পরমানন্দ হেতু আপনাদের মতো রাজারা যেমন মহোৎসব করে থাকেন, সেই রূপেই বা স্বর্গেই তাঁদের সেই সেই আচরণ॥ জী০ ৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রহর্ষেণৈব তস্য গোষ্ঠপ্রবেশং পূর্ব্ববদ্গায়ন্নিবাহ—তত ইতি। পরিতঃ শ্রিতঃ বৃত্তঃ, যতোঽনুরক্তৈঃ; স ব্রজরক্ষার্থং ধৃতগোবর্দ্ধনঃ। স্বগোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। মধ্যে গোষ্ঠং শ্রীনন্দস্য স্বীয়াবাসপর্য্যন্তং প্রাবিবেশ ইত্যর্থঃ। প্রহর্ষোদ্রেকেণ সর্ব্বেষামেব তেষাং তেন সহ তত্রৈব গমনাৎ। হরিঃ—শক্রদুর্ম্মদগোষ্ঠার্ত্তিহরণাৎ তৎক্রীড়য়া সর্ব্বমনোহরণাচ্চ শ্রীগোপীনাঞ্চ সর্ব্বতোঽধিকং সুখমজনীত্যাহ—তথেতি। গায়ন্ত্য ইতি তৎক্ষণমেব গীতকরণশক্তিশ্চ দর্শিতা॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পরমানন্দের সহিত কৃষ্ণের গোষ্ঠ প্রবেশ পূর্বের মতোই যেন গান গাওয়ার মতো করে বলছেন শ্রীশুকদেব—তত ইতি। **পরিশ্রিতো**—চতুর্দিকে বেষ্টিত, গোপগণের দ্বারা (হরি), যেহেতু গোপগণ তাঁতে অনুরক্ত। **স হরি**—সেই হরি, যিনি ব্রজরক্ষার্থ গোবর্ধন ধারণ করলেন, সেই হরি। 'সগোষ্ঠ' নিজগোষ্ঠ পাঠও কোথাও কোথাও আছে। ব্রজের মধ্যে শ্রীনন্দের নিজ আবাস পর্যন্ত **অব্রজৎ**—সবাই গিয়ে উপস্থিত হলেন, এরূপ অর্থ—পরমানন্দ উদ্রেক হেতু তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের সঙ্গে রাজপুরির ভিতর পর্যন্তই চলে গেলেন। **হরিঃ**—ইন্দ্রের উদ্দণ্ড গর্ব জনিত ব্রজজনের দুঃখ হরণ হেতু এবং সেই গোবর্ধন লীলায় সর্বমনোহরণ হেতু 'হরি'। গোপিকাগণের সকলেরই থেকে অধিক সুখ জাত হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তথা ইতি। তথাবিধ কৃষ্ণলীলা তাঁরা গাইতে গাইতে চললেন—'গায়ন্তৎ' পদে তৎক্ষণই গীত রচনা করার শক্তি দেখান হল॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তৎ প্রেয়সীনাং তু সর্ব্বজনালক্ষিতং দূরতঃ কটাক্ষৈরেব মিলনং বৃত্তং গৃহগমনসময়ে সপ্রেমগানঞ্চাহ, ততো গোবর্দ্ধনস্থানাৎ কৃতানি চরিত্রাণি গায়ন্ত্য ইতি তৎক্ষণ এব গীতকরণে সামর্থ্যম্। হৃদি প্রেম্না স্পৃশন্তীতি তা ইতি যাঃ কৃষ্ণং সদা ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, হৃদি বক্ষসি মনসিচ স্পৃশতীতি হৃদিস্পৃক্ প্রেষ্ঠস্তস্যেতি কৃষ্ণস্য বিশেষণম্॥ বি০ ৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ যখন গোবর্ধন ধরে ছিলেন, তখন তাঁর প্রেয়সী রাধাদি গোপীগণের সর্বজন অলক্ষিতে দূর থেকেই চোখে চোখে মিলন হয়েছিল কৃষ্ণের সঙ্গে। এবং গৃহে গমন সময়ে সপ্রেম গান হচ্ছিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অতঃপর গোবর্ধন স্থান থেকে **কৃতানি**—গোবর্ধন ধারণ লীলা গাইতে গাইতে চললেন—এইরূপে তাঁদের তৎক্ষণই গান-রচনার শক্তি বুঝা যাচ্ছে। **হৃদিস্পৃশ-গোপাঃ**—'হৃদি' যাঁরা প্রেমে হৃদয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে, সেই গোপীগণ অর্থাৎ যাঁরা কৃষ্ণকে সদা ধ্যান করে সেই গোপীগণ। অথবা, **হৃদিস্পৃশ**—'হৃদি' বক্ষে ও মনে স্পর্শ করে—এইরূপে হৃদিস্পৃক্ বাক্য সম্পন্ন হল, এর অর্থ প্রেষ্ঠ; ইহা কৃষ্ণের বিশেষণ অর্থাৎ প্রেষ্ঠ কৃষ্ণের **কৃতাণি**—লীলা ইত্যাদি॥ বি০ ৩৩॥

শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।